ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

ক বিভাগ: ফিকহুল মুয়াশারাহ (রচনামূলক প্রশ্ন)

রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার

কিতাবুন নিকাহ (বিবাহ পর্ব)

২১. নিকাহ (বিবাহ)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? নিকাহের উদ্দেশ্য ও ফায়েদা (উপকারিতা) সবিস্তারে আলোচনা কর। (ما هو تعريف النكاح لغة وشرعا؟ ناقش مقاصد النكاح وفوائده بالتفصيل)

২২. নিকাহ চুক্তির রুকনসমূহ ও সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ব্যাখ্যা কর। (اشرح أركان عقد النكاح والشروط اللازمة لصحته في الفقه الحنفي)

২৩. বিবাহের ক্ষেত্রে ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) এর বিধান কী? ইজাব ও কবুল সহীহ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত জরুরি? (ما هو حكم الإيجاب والقبول في النكاح؟ وما هي الشروط الضرورية لصحة الإيجاب والقبول؟)

২৪. বিবাহের ক্ষেত্রে ওলী (অভিভাবক)-এর ভূমিকা কী? ওলী ছাড়া নারীর বিবাহ ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ কর। (ما هو دور الولي في النكاح؟ حلل زواج المرأة بدون ولي على ضوء حاشية ابن عابدين)

২৫. কোন কোন ধরনের মহিলাদের বিবাহ করা হারাম (মুহাররামাত)? হারাম হওয়ার কারণগুলো (যেমন বংশ, দুগ্ধপান, বৈবাহিক সম্পর্ক) বিস্তারিত আলোচনা কর। (ما هي أنواع النساء المحرمات في الزواج؟ ناقش بالتفصيل أسباب التحريم (كالنسب، والرضاع، والمصاهرة)

২৬. মুহাররামাত বিল মুসাহারা (বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম হওয়া) বলতে কী বোঝায়? এর ভিত্তি ও শর্তগুলো কী কী? (ما المقصود بالمحرمات بالمصاهرة؟ وما هي مستنداتها وشروطها؟)

২৭. দুগ্ধপান-এর মাধ্যমে কীভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়? দুগ্ধপানের শর্ত ও প্রভাবগুলো সবিস্তারে বর্ণনা কর। (كيف يثبت التحريم بالرضاع؟ واذكر شروط الرضاع وتأثيراته بالتفصيل)

২৮. ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে ফাসিদ নিকাহ এবং বাতিল নিকাহের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ কর। (حلل الفروق الجوهرية بين "النكاح الفاسد والنكاح الباطل مع الأمثلة على ضوء حاشية ابن عابدين)
২৯. ইদ্দত (বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা)-এর সংজ্ঞা দাও। ইদ্দত কয় প্রকার ও এর বিধান কী? সবিস্তারে আলোচনা কর। (عرف العدة - كم نوعا للعدة وما حكمها؟ بين بالتفصيل)
৩০. ফিকহী দৃষ্টিতে মোহর (দেনমোহর)-এর সংজ্ঞা কী? মহরে মুসাম্মা ও মহরে মিসল-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। (ما هو تعريف المهر من الناحية الفقهية؟ واشرح الفرق بين المهر المسمى ومهر المثل)
৩১. মহর কখন ওয়াজিব হয়? কখন মহরের পুরোটা এবং কখন অর্ধেক ওয়াজিব হয়- বিশ্লেষণ কর। (حلل متى يجب المهر؟ متى يجب المهر كله ومتى يجب نصفه)
৩২. নিকাহের ক্ষেত্রে কুফু (সামাজিক সমতা)-এর প্রয়োজনীয়তা কী? কুফুর ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর। (ما هي ضرورة الكفاءة (التكافؤ الاجتماعي) في النكاح؟ وناقش توجه المذهب الحنفي في مسألة الكفاءة)
৩৩. নিকাহের ক্ষেত্রে সাক্ষী (শাহাদাত)-এর বিধান কী? সাক্ষী না থাকলে বা সাক্ষী ফাসেক হলে নিকাহের হুকুম কী হবে? (ما هو حكم الشهادة في النكاح؟ وماذا يكون حكم النكاح إذا لم يوجد شهود أو كان الشهود فساقا؟)
৩৪. প্রাপ্তবয়স্ক নারীর নিজের বিবাহ সম্পন্ন করার অধিকার নিয়ে হানাফি ফিকহের অবস্থান ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে আলোচনা কর। (ناقش موقف الفقه الحنفي حول "أحقية الفتاة" في إتمام زواجها بنفسها على ضوء حاشية ابن عابدين)
৩৫. এক ব্যক্তির জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান কী? এর শর্ত ও সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা কর। (ما هو حكم تعدد الزوجات للرجل؟ ناقش شروطها وقيودها)
৩৬. মুত'আ (সাময়িক বিবাহ) ও নিকাহ মুয়াক্কাত (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ)-এর বিধান কী? হানাফি ফিকহে এগুলোর হুকুম সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর।

ما هو حكم زواج المتعة والنكاح المؤقت؟ اشرح بالتفصيل حكم هذه الأنواع في الفقه الحنفي)
৩৭. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অধিকার ও কর্তব্যগুলো কী কী? এগুলোর ভারসাম্য রক্ষায় শরীয়তের নির্দেশনা আলোচনা কর। (ما هي الحقوق والواجبات بين الزوجين؟ ناقش إرشادات الشريعة في الحفاظ على التوازن بين هذه الحقوق)
৩৮. বিবাহের ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুমোদিত শর্তাবলি কী কী? ফাসিদ বা বাতিল শর্তের কারণে নিকাহ-এর হুকুম কী হয়? (ما هي الشروط المشروعة في النكاح؟ وماذا يكون حكم النكاح بسبب الشروط الفاسدة أو الباطلة؟)
৩৯. বিবাহের ক্ষেত্রে 'উরফ' (প্রথা বা স্থানীয় রীতি)- এর ভূমিকা কতটুকু? ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ কর। (ما هو دور "العرف" (العادة أو التقاليد المحلية) في النكاح؟ حلل ذلك على ضوء حاشية ابن عابدين)
৪০. বিবাহ বিচ্ছেদের পর নারীর 'নাফাকাহ' (ভরণপোষণ)-এর বিধান কী? কখন নাফাকাহ ওয়াজিব হয় এবং কখন রহিত হয়? (ما هو حكم نفقة المرأة بعد الطلاق؟ متى تجب النفقة ومتى تسقط؟)

প্রশ্ন-২১: নিকাহ (বিবাহ)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? নিকাহের উদ্দেশ্য ও ফায়েদা (উপকারিতা) সবিস্তারে আলোচনা কর।

(ما هو تعريف النكاح لغة وشرعا؟ ناقش مقاصد النكاح وفوائده بالتفصيل)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

মানবসভ্যতার স্থায়িত্ব, বংশরক্ষা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধে মহান আল্লাহ তাআলা বিবাহের বিধান দিয়েছেন। ইসলামে বিবাহ কেবল একটি জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি পবিত্র ইবাদত এবং সুন্নাহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "বিবাহ আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।" ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

নিকাহ-এর সংজ্ঞা (তা'রিফুন নিকাহ):

১. আভিধানিক সংজ্ঞা (আত-তা'রিফুল লুগাবি):

আরবি 'নিকাহ' (النكاح) শব্দটি বাবে 'দ,রাবা' (ضرب) থেকে এসেছে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর দুটি অর্থ রয়েছে:

- **একত্রিত হওয়া বা মিলিত হওয়া (الضَّمُّ وَالْجَمْعُ):** যেমন বলা হয়, 'নাকাহাতিল আশজার' (গাছগুলো একে অপরের সাথে মিশে গেছে)।
- **সহবাস বা যৌন সম্পর্ক (الْوَطْءُ):** অনেক ভাষাবিদদের মতে, নিকাহ শব্দের মূল অর্থ সহবাস এবং রূপক অর্থে এটি আকদ বা চুক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার হানাফি ফিকহে এর বিপরীত মতটিই প্রবল—অর্থাৎ মূল অর্থ 'চুক্তি' এবং রূপক অর্থ 'সহবাস'।

২. পারিভাষিক বা শরয়ী সংজ্ঞা (আত-তা'রিফ আশ-শর'ঈ):

হানাফি ফিকহের পরিভাষায়, বিশেষ করে 'রদ্দুল মুহতার'-এর আলোকে নিকাহের সংজ্ঞা হলো:

(هُوَ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَصْدًا)

অর্থ: "নিকাহ হলো এমন একটি চুক্তি, যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে (স্ত্রীর শরীর) উপভোগ করার মালিকানা বা অধিকার দান করে।"

সহজ কথায়, যে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর জন্য একে অপরকে উপভোগ করা এবং ঘরসংসার করা হালাল হয়, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় নিকাহ বা বিবাহ বলে।

নিকাহের উদ্দেশ্য (মাকাসিদুন নিকাহ):

আল্লাহ তাআলা কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বিবাহের পেছনে শরীয়তের কিছু মহৎ উদ্দেশ্য বা 'মাকাসিদ' রয়েছে:

- **বংশধারা রক্ষা (হিফজুন নাসল):** বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানববংশ টিকিয়ে রাখা। বিবাহ না থাকলে সন্তানের বৈধ পরিচয় থাকত না এবং মানবজাতি বিলুপ্ত হতো।
- **চরিত্রের হেফাজত (তাহসিনুল ফারজ):** মানুষের জৈবিক চাহিদাকে বৈধ পথে পূরণ করার মাধ্যমে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা থেকে সমাজকে রক্ষা করা।
- **মানসিক প্রশান্তি (সাকিনাতুল কালব):** স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ বলেন, "তিনি তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও।" (সূরা রুম: ২১)

নিকাহের ফায়েদা বা উপকারিতা (ফাওয়াইদুন নিকাহ):

ইমাম গাজালী (রহ.) এবং হানাফি ফকিহগণ বিবাহের অনেকগুলো ধর্মীয় ও জাগতিক উপকারিতা উল্লেখ করেছেন:

১. দ্বীনদারী রক্ষা: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যখন বান্দা বিবাহ করে, তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে নিল। অতএব বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।"

২. শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্তি: বিবাহিত ব্যক্তি দৃষ্টি সংযত রাখতে পারে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারে, যা তাকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচায়।

৩. সন্তান লাভ ও সদকায়ে জারিয়া: নেক সন্তান বাবা-মায়ের জন্য সদকায়ে জারিয়া। মৃত্যুর পর সন্তানের দোয়া বাবা-মায়ের উপকারে আসে।

৪. সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ: বিবাহের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন পরিবার ও বংশের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।

৫. দায়িত্ববোধ সৃষ্টি: পরিবারের ভরণপোষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও দায়িত্ববোধ তৈরি হয়, যা অলসতা দূর করে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

পরিশেষে বলা যায়, নিকাহ বা বিবাহ হলো সমাজ জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর। এটি কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার নাম নয়, বরং এটি একটি 'মিসাক' বা দৃঢ় অঙ্গীকার। ইবনে আবিদীন (রহ.)-এর মতে, বিবাহ এমন একটি ইবাদত যা আদম (আ.) থেকে শুরু হয়েছে এবং জান্নাতেও অব্যাহত থাকবে। তাই এর যথাযথ হক আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

প্রশ্ন-২২: নিকাহ চুক্তির রুকনসমূহ ও সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ব্যাখ্যা কর।

(اشرح أركان عقد النكاح والشروط اللازمة لصحته في الفقه الحنفي)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

যেকোনো চুক্তি বা 'আকদ' কার্যকর হওয়ার জন্য তার কিছু মৌলিক স্তম্ভ (রুকন) এবং শর্ত (শর্ত) থাকা জরুরি। বিবাহ যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানি ও ধর্মীয় চুক্তি, তাই এর বিশুদ্ধতার জন্য শরীয়ত কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম বেধে দিয়েছে। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, রুকন ও শর্তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং এগুলো যথাযথভাবে পালিত না হলে বিবাহ শুদ্ধ হয় না বা বাতিল হয়ে যায়। ইমাম ইবনে আবিদীন তার গ্রন্থে এ বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন।

নিকাহ চুক্তির রুকনসমূহ (আরকানুল আকদ):

'রুকন' বলা হয় কোনো জিনিসের মূল অংশ বা স্তম্ভকে, যা ছাড়া সেই জিনিসটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। হানাফি মাযহাব মতে, নিকাহের রুকন মূলত একটিই, তবে তা দুটি অংশে বিভক্ত:

১. ইজাব (প্রস্তাব - الإيجاب):

চুক্তির যেকোনো এক পক্ষ (সাধারণত মেয়ের পক্ষ বা তাদের অভিভাবক) থেকে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করা। যেমন বলা— "আমি তোমাকে বিবাহ দিলাম" বা "আমি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলাম"।

২. কবুল (গ্রহণ - القبول):

অপর পক্ষ (সাধারণত ছেলে বা তার প্রতিনিধি) সেই প্রস্তাবের বিপরীতে সম্মতি জ্ঞাপন করা। যেমন বলা— "আমি কবুল করলাম" বা "আমি গ্রহণ করলাম"।

সুতরাং, 'ইজাব ও কবুল'—এই দুটি কথার আদান-প্রদানই হলো নিকাহের মূল রুকন। পাত্র ও পাত্রী হলো আকদের 'মহল' বা স্থান, কিন্তু তারা রুকন নয়।

সহীহ হওয়ার আবশ্যকীয় শর্তাবলি (শুরুতুস সিহহাত):

বিবাহের শর্তগুলোকে হানাফি ফকিহগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন (যেমন— ইন'ইকাদ, সিহহাত, নুফুজ, লুজুম)। তবে সাধারণভাবে বিবাহ 'সহীহ' বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. পাত্র-পাত্রীর যোগ্যতা (আহলিয়াত):

উভয় পক্ষকে (বা তাদের ওলিকে) জ্ঞানসম্পন্ন (আকেল) হতে হবে। পাগল বা শিশুর বিবাহ তাদের অভিভাবক ছাড়া নিজেরা করতে পারবে না।

২. একই মজলিস হওয়া (ইত্তিহাদুল মজলিস):

ইজাব এবং কবুল একই বৈঠকে বা মজলিসে হতে হবে। যদি এক পক্ষ প্রস্তাব দেয় এবং অন্য পক্ষ সেই মজলিস থেকে উঠে চলে যায় বা অন্য কাজে লিপ্ত হওয়ার পর কবুল করে, তবে বিবাহ হবে না।

৩. সাক্ষীর উপস্থিতি (আশ-শাহাদাত):

এটি বিবাহ সহীহ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত। হানাফি মাযহাব মতে, বিবাহ অবশ্যই সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হতে হবে।

- **সাক্ষীর যোগ্যতা:** অন্তত দুজন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিম পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারী সাক্ষী হতে হবে।

- **শোনা:** সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ইজাব ও কবুল শব্দগুলো তাদের নিজ কানে শুনতে হবে এবং বুঝতে হবে যে বিবাহ হচ্ছে।

৪. মহিলাটি হারাম না হওয়া (আদমুল হুরমত):

যাকে বিবাহ করা হচ্ছে, সে যেন পাত্রের জন্য 'মুহাররামাত' (যাদের বিবাহ করা হারাম) না হয়। যেমন—নিজের বোন, ফুফু, খালা, অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী বা ইদ্দত পালনকারী নারী।

৫. স্পষ্ট ভাষায় সম্মতি জ্ঞাপন:

ইজাব ও কবুল এমন ভাষায় হতে হবে যা দ্বারা নিশ্চিতভাবে বিবাহের অর্থ বোঝা যায়। সাধারণত অতীত কাল বা 'মাজি'র শব্দ (যেমন—বিবাহ করলাম) ব্যবহার করা উত্তম।

ইমাম ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:

'রদ্দুল মুহতার'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাক্ষীদের উপস্থিতি ছাড়া বিবাহ 'ফাসিদ' বা ত্রুটিপূর্ণ হবে, কিন্তু একেবারে বাতিল হবে না যদি পরবর্তীতে সাক্ষী হাজির করা হয় এবং নতুন করে আকদ করা হয়। তবে গোপনিক বিবাহ হানাফি মাযহাবে মাকরুহ এবং গুনাহের কাজ।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, বিবাহ একটি অত্যন্ত সহজ কিন্তু নিয়মমাফিক প্রক্রিয়া। ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে এটি সম্পন্ন হয়। কোনো আড়ম্বর বা জাঁকজমক শর্ত নয়, কিন্তু রুকন ও শর্তগুলো বাদ পড়লে সেই সম্পর্ক জিনা বা ব্যভিচারে রূপ নিতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

প্রশ্ন-২৩: বিবাহের ক্ষেত্রে ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) এর বিধান কী? ইজাব ও কবুল সহীহ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত জরুরি?

ما هو حكم الإيجاب والقبول في النكاح؟ وما هي الشروط الضرورية لصحة الإيجاب والقبول؟

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বিবাহ নামক পবিত্র বন্ধনটি যে সুতোর ওপর ঝুলে থাকে, তা হলো 'ইজাব' ও 'কবুল'। এটি কেবল মুখের কথা নয়, বরং এটি একটি শরয়ী চুক্তি যা হালাল ও হারামের ব্যবধান তৈরি করে। হানাফি ফিকহে ইজাব ও কবুলের শব্দচয়ন, সময়কাল এবং পদ্ধতির ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

ইজাব ও কবুলের সংজ্ঞা ও বিধান:

- **ইজাব (Offer):** আকদ বা চুক্তির মজলিসে প্রথম পক্ষ থেকে যে কথাটি প্রথমে বলা হয়, তাকে ইজাব বলে। এটি সাধারণত প্রস্তাব আকারে আসে।
- **কবুল (Acceptance):** ইজাবের উত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ থেকে যে সম্মতিসূচক বাক্য বলা হয়, তাকে কবুল বলে।

বিধান (হুকুম): বিবাহ সংগঠিত হওয়ার জন্য ইজাব ও কবুল হলো 'ফরজ' বা রুকন। এর যেকোনো একটি বাদ পড়লে বিবাহ হবে না। উভয়ের সম্মতি মৌখিকভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক (বোবা ব্যক্তি ছাড়া)। মনের সম্মতি যথেষ্ট নয়।

ইজাব ও কবুল সহীহ হওয়ার জরুরি শর্তাবলি:

ইজাব ও কবুল কার্যকর হওয়ার জন্য হানাফি ফিকহে নিদির্ষ্ট কিছু শর্ত রয়েছে:

১. শব্দচয়ন (আল-আলফাজ):

বিবাহের জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলো হতে হবে এমন, যা দ্বারা মালিকানা বা স্থায়ী সম্পর্কের অর্থ বোঝায়।

- **সুস্পষ্ট শব্দ (সরিহ):** 'নিকাহ' (বিবাহ) বা 'তাজউইজ' (বিয়ে দেওয়া) শব্দ ব্যবহার করা সবচেয়ে উত্তম। যেমন— "আমি তোমাকে বিবাহ করলাম।"

- **কিয়ানা বা রূপক শব্দ:** হানাফি মাযহাব মতে, যেসব শব্দ দ্বারা কোনো বস্তুর মালিকানা দ্রুত হস্তান্তর করা বোঝায়, সেসব শব্দ দিয়েও বিবাহ হতে পারে যদি নিয়ত থাকে। যেমন— 'হিবা' (দান করা), 'সাদাকা' (দান), 'মালিক বানানো' ইত্যাদি। তবে 'ভাড়া দেওয়া' (ইজারা) বা 'ধার দেওয়া' (আরিয়াত) শব্দ দিয়ে বিবাহ হবে না, কারণ এগুলো স্থায়ী মালিকানা বোঝায় না।

২. কাল বা টেন্স (সিগাহ):

ইজাব ও কবুল সাধারণত 'মাজি' বা অতীত কালের শব্দে হতে হয়। যেমন— "বিয়ে করলাম" বা "বিয়ে দিলাম"।

- যদি বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের শব্দ (যেমন— "বিয়ে করব") ব্যবহার করা হয় এবং এর দ্বারা কেবল ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির উদ্দেশ্য থাকে, তবে বিবাহ হবে না। তবে যদি তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এর দ্বারা নিশ্চিত বর্তমান বোঝায়, তবে বিবাহ হতে পারে।

৩. মজলিসের একতা (ইত্তিহাদুল মজলিস):

ইজাব এবং কবুল একই বৈঠকে হতে হবে।

- *উদাহরণ:* পাত্র প্রস্তাব দিল, কিন্তু পাত্রী সেই মজলিসে উত্তর না দিয়ে উঠে চলে গেল এবং পরে অন্য জায়গায় গিয়ে বলল "কবুল"। এতে বিবাহ হবে না। প্রস্তাবের সাথে সাথেই বা ওই বৈঠকের মধ্যেই উত্তর আসতে হবে।

৪. সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া (মুওয়াফাকাহ):

ইজাবের সাথে কবুলের মিল থাকতে হবে।

- *উদাহরণ:* পাত্র বলল, "আমি তোমাকে ১০০০ টাকা মোহরে বিবাহ করতে চাই।" পাত্রী বলল, "আমি ২০০০ টাকায় কবুল করলাম।"—

এখানে বিবাহ হবে না, কারণ প্রস্তাব ও গ্রহণে মিল নেই (যতক্ষণ না পাত্র আবার রাজি হয়)।

৫. শ্রবণযোগ্যতা (ইসমা'):

উভয় পক্ষের কথা সাক্ষীদের শুনতে হবে। যদি তারা ফিসফিস করে ইজাব-কবুল করে যা সাক্ষীরা শুনতে পায় না, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

বিবাহের মূল প্রাণ হলো ইজাব ও কবুল। এটি কোনো হেলাফেলার বিষয় নয়। শব্দচয়ন এবং নিয়তের সমন্বয়ে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। হানাফি ফিকহের এই সূক্ষ্ম শর্তগুলো নিশ্চিত করে যে, বিবাহ যেন একটি স্বচ্ছ এবং সন্দেহমুক্ত চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যাতে ভবিষ্যতে কোনো বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

প্রশ্ন-২৪: বিবাহের ক্ষেত্রে ওলী (অভিভাবক)-এর ভূমিকা কী? ওলী ছাড়া নারীর বিবাহ ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ কর।
(ما هو دور الولي في النكاح؟ حلل زواج المرأة بدون ولي على ضوء حاشية ابن عابدين)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি শরীয়তে নারীর নিরাপত্তা, সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য 'ওলী' বা অভিভাবকের ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অভিভাবকের উপস্থিতি এবং সম্মতি পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। তবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী তার নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারবে কি না—এ নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফি মাযহাব এবং বিশেষত ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) এ বিষয়ে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও নারীর অধিকারবান্ধব মত প্রদান করেছেন।

ওলী-এর পরিচয় ও ভূমিকা (দাওরুল ওলী):

'ওলী' শব্দের অর্থ হলো অভিভাবক, বন্ধু বা সাহায্যকারী। বিবাহের ক্ষেত্রে ওলী হলেন এমন নিকটাত্মীয় পুরুষ, যিনি পাত্র বা পাত্রীর বিয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাধারণত পিতা, দাদা, ভাই, চাচা প্রমুখ ক্রমানুসারে ওলী হন।

বিবাহে ওলীর ভূমিকাগুলো হলো:

১. পরামর্শ ও কল্যাণকামিতা: পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওলী তার অভিজ্ঞতা দিয়ে মেয়েকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন।

২. কুফু বা সমতা যাচাই: পাত্রটি মেয়ের বংশ ও সামাজিক মর্যাদার উপযুক্ত (কুফু) কি না, তা যাচাই করা ওলীর দায়িত্ব।

৩. আকদ সম্পন্ন করা: মজলিসে ইজাব-কবুল এবং সাক্ষী মানার কাজটি ওলীর মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া উত্তম।

ওলী ছাড়া নারীর বিবাহ: হানাফি মাযহাব ও ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:

অন্যান্য মাযহাবের (যেমন শাফেয়ী ও মালেকী) মতে, ওলী ছাড়া নারীর বিবাহ শুদ্ধই হয় না। তাদের দলিল হলো হাদিস: "ওলী ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।" কিন্তু হানাফি মাযহাব এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মত পোষণ করে।

১. প্রাপ্তবয়স্ক নারীর অধিকার (হককুল বালিগাহ):

ইমাম ইবনে আবিদীন 'রদ্দুল মুহতার'-এ স্পষ্ট করেছেন যে, কোনো স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক (বালিগা) এবং সুস্থ মস্তিষ্কের (আকেলা) নারী—সে কুমারী হোক বা বিধবা—নিজের বিবাহ নিজে সম্পন্ন করার পূর্ণ অধিকার রাখে। যদি সে কোনো ওলী ছাড়া সাক্ষীদের উপস্থিতিতে কুফু (সমমান)-এর মধ্যে বিবাহ বসে, তবে সেই বিবাহ 'সহীহ' (বিশুদ্ধ) এবং 'নাফিজ' (কার্যকর) হবে।

ইমাম ইবনে আবিদীন বলেন:

(وَنَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا وَلِيٍّ)

অর্থ: "কোনো স্বাধীন ও শরীয়তের বিধান পালনকারী (প্রাপ্তবয়স্ক) নারীর বিবাহ ওলী ছাড়াও কার্যকর হয়ে যায়।"

২. কেন ওলী ছাড়া জায়েজ? (আত-তালিল):

এর পেছনে হানাফি ফিকহের যুক্তি হলো, একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী যেমন তার নিজের সম্পদ (টাকা-জমি) ক্রয়-বিক্রয় করার পূর্ণ অধিকার রাখে এবং সেখানে অভিভাবকের অনুমতি লাগে না, তেমনি নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার

অধিকারও তার আছে। হাদিসে "ওলী ছাড়া বিবাহ নেই" বলতে অসম্পূর্ণতা বোঝানো হয়েছে, বাতিল হওয়া নয়।

৩. কুফু বা সমতার শর্ত (শর্তুল কুফু):

তবে ইবনে আবিদীন এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বা 'কায়েদ' উল্লেখ করেছেন। যদি কোনো নারী ওলী ছাড়া এমন কাউকে বিবাহ করে যে তার 'কুফু' বা সমকক্ষ নয় (সামাজিকভাবে নিচু), তবে:

- সেই বিবাহটি নিয়ে ওলীদের আপত্তি করার অধিকার থাকবে।
- ওলীরা কাজীর (বিচারক) কাছে নালিশ করে সেই বিবাহ বিচ্ছেদ (ফাসখ) ঘটাতে পারবে।
- ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, কুফু না হলে ওলী ছাড়া বিবাহ শুরু থেকেই বাতিল হবে। কিন্তু 'ফতোয়া শামী' অনুযায়ী, বিবাহ হয়ে যাবে, তবে ওলীদের আপত্তির অধিকার থাকবে।

পার্থক্য (ফারক):

বিষয়	**হানাফি মাযহাব**	**শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাব**
ওলীর হুকুম	ওলী থাকা উত্তম, তবে শর্ত নয় (প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে)।	ওলী থাকা বিবাহের রুকন বা আবশ্যকীয় শর্ত।
ওলী ছাড়া বিবাহের ফলাফল	বিবাহ সহীহ ও কার্যকর হবে।	বিবাহ বাতিল (বাতিল) হবে।
নারীর সম্মতি	নারীর সম্মতিই মুখ্য।	ওলীর সম্মতি ছাড়া নারীর সম্মতি অকার্যকর।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, হানাফি ফিকহে নারীকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ওলী ছাড়া বিবাহ করা সামাজিকভাবে অনুচিত বা

'খেলাফে আওলা' হতে পারে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে তা হারাম বা বাতিল নয়। তবে পারিবারিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে ওলীর সম্মতিতে বিবাহ করাই শ্রেয়।

প্রশ্ন-২৫: কোন কোন ধরনের মহিলাদের বিবাহ করা হারাম (মুহাররামাত)? হারাম হওয়ার কারণগুলো (যেমন বংশ, দুগ্ধপান, বৈবাহিক সম্পর্ক) বিস্তারিত আলোচনা কর।

ما هي أنواع النساء المحرمات في الزواج؟ ناقش بالتفصيل أسباب (التحريم (كالنسب، والرضاع، والمصاهرة)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় পবিত্রতা রক্ষা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে সম্মান জানানোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে চিরস্থায়ীভাবে হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে। এদেরকে পরিভাষায় 'মুহাররামাত' বলা হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসায় (আয়াত ২২-২৩) এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবিদীন এগুলোর কারণ ও প্রকারভেদ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

হারাম হওয়ার কারণসমূহ (আসবাবুত তাহরিম):

ইমাম ইবনে আবিদীন উল্লেখ করেছেন যে, প্রধানত তিনটি কারণে নারীরা পুরুষের জন্য হারাম হয়:

১. বংশীয় সম্পর্ক (আল-কারাবাত / আন-নাসাব): রক্তের সম্পর্কের কারণে।

২. দুগ্ধপান সম্পর্ক (আর-রদা): দুধ পানের কারণে।

৩. বৈবাহিক আত্মীয়তা (আল-মুসাহারা): বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পর্কের কারণে।

১. বংশগত কারণে হারাম যারা (মুহাররামাত বিন নাসাব):

রক্তের সম্পর্কের কারণে সাত শ্রেণীর নারীর সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে: "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মায়েদের..." (সূরা নিসা: ২৩)। এরা হলো:

- **মা ও নানি-দাদি:** নিজের মা, নানি, দাদি এবং তাদের ওপরের দিকের সবাই।
- **মেয়ে ও নাতনি:** নিজের মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে এবং তাদের নিচের দিকের সবাই।
- **বোন:** আপন বোন, বৈপিত্রেয় (সৎ বাবার) বোন এবং বৈমাত্রেয় (সৎ মায়ের) বোন।
- **ফুফু:** বাবার আপন, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় বোন এবং তাদের ওপরের দিকের ফুফুরা (বাবার ফুফু)।
- **খালা:** মায়ের আপন, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় বোন এবং ওপরের দিকের খালারা।
- **ভাইজি:** নিজের ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের নিচের দিকের কন্যারা।
- **ভাগ্নি:** নিজের বোনের মেয়ে এবং তাদের নিচের দিকের কন্যারা।

২. দুগ্ধপানের কারণে হারাম যারা (মুহাররামাত বির রদা):

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)

অর্থ: "বংশগত কারণে যারা হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও তারা হারাম হয়।"

অর্থাৎ, দুধমাতা, দুধবোন, দুধমেয়ে—এদের সাথে বিবাহ হারাম। তবে এর জন্য শর্ত হলো শিশু বয়সে (২ বা ২.৫ বছরের মধ্যে) নির্দিষ্ট পরিমাণ দুধ পান করা।

৩. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম যারা (মুহাররামাত বিল মুসাহারা):

বিবাহের মাধ্যমে আত্মীয়তার কারণে চার শ্রেণীর নারী হারাম হয়:

- **শাশুড়ি:** স্ত্রীর মা, নানি, দাদি (স্ত্রীকে শুধু আকদ করলেই শাশুড়ি হারাম হয়ে যায়, সহবাস শর্ত নয়)।

- **সৎ মেয়ে (রাবিবা):** স্ত্রীর আগের ঘরের মেয়ে। তবে শর্ত হলো, ওই স্ত্রীর সাথে সহবাস হতে হবে। শুধু আকদ হলে এবং সহবাসের আগে তালাক দিলে সৎ মেয়েকে বিয়ে করা জায়েজ।
- **ছেলের বউ (পুত্রবধূ):** নিজের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী। (পালক ছেলের স্ত্রী হারাম নয়)।
- **সৎ মা:** পিতার স্ত্রী বা বাবার বিবাহিতা নারী।

সাময়িক হারাম (মুহাররামাত মুয়াক্কাতাহ):

ওপরেরগুলো ছিল চিরস্থায়ী হারাম। কিছু নারী আছে যারা সাময়িকভাবে হারাম। যেমন:

- **দুই বোনকে একত্রে রাখা:** স্ত্রীকে রেখে তার আপন বোনকে বিয়ে করা হারাম।
- **পরস্ত্রী:** অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী।
- **ইদ্দত পালনকারী নারী:** তালাক বা মৃত্যুর ইদ্দত চলাকালীন।
- **পঞ্চম স্ত্রী:** চারজন স্ত্রী বর্তমানে থাকা অবস্থায় পঞ্চম কাউকে বিয়ে করা।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

এই হারাম সম্পর্কের বিধানগুলো আল্লাহ তাআলা এজন্যই দিয়েছেন যাতে পারিবারিক পবিত্রতা বজায় থাকে এবং নিকটাত্মীয়দের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ অটুট থাকে। বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কের এই সীমানা মেনে চলা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ।

প্রশ্ন-২৬: মুহাররামাত বিল মুসাহারা (বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম হওয়া) বলতে কী বোঝায়? এর ভিত্তি ও শর্তগুলো কী কী?
(ما المقصود بالمحرمات بالمصاهرة؟ وما هي مستنداتها وشروطها؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

'মুহাররামাত বিল মুসাহারা' হলো ফিকহুল মুনাকাহাতের (বিবাহ আইন) অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও জটিল একটি অধ্যায়। 'মুসাহারা' শব্দের অর্থ হলো বৈবাহিক আত্মীয়তা বা শশুরালয় সম্পর্ক। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর পরিবারের মধ্যে যে নতুন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তার ফলে কিছু নারী পুরুষের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়। হানাফি মাযহাবে এর পরিধি ও শর্তগুলো অন্যান্য মাযহাবের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ও ব্যাপক।

মুহাররামাত বিল মুসাহারা-এর পরিচয়:

শরীয়তের পরিভাষায়, বিবাহের আকদ (চুক্তি) বা দৈহিক সম্পর্কের কারণে স্বামী বা স্ত্রীর উসূল (ঊর্ধ্বতন পুরুষ/নারী) এবং ফুরু (অধস্তন পুরুষ/নারী)-এর মধ্যে যে হুরমত বা নিষেধাজ্ঞা তৈরি হয়, তাকে 'হুরমতে মুসাহারা' বলে।

সহজ কথায়, একজন পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর মা (শাশুড়ি), স্ত্রীর মেয়ে (সৎ মেয়ে), বাবার স্ত্রী (সৎ মা) এবং ছেলের স্ত্রী (পুত্রবধূ)—এই চার শ্রেণীর নারী হারাম হওয়াকে মুহাররামাত বিল মুসাহারা বলে।

ভিত্তি ও দলিল (আল-মুস্তানাদ্):

এর ভিত্তি পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ২৩ নম্বর আয়াত:

- **সৎ মায়ের ক্ষেত্রে:** "তোমরা নারীদের মধ্য হতে তাদের বিবাহ করো না যাদের তোমাদের পিতৃপুরুষ বিবাহ করেছে।" (সূরা নিসা: ২২)
- **শাশুড়ি ও সৎ মেয়ের ক্ষেত্রে:** "...তোমাদের শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের কোলের মেয়ে (সৎ মেয়ে)..." (সূরা নিসা: ২৩)
- **পুত্রবধূর ক্ষেত্রে:** "...এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ..." (সূরা নিসা: ২৩)

হুরমতে মুসাহারা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলি (শুরুত):

ইমাম ইবনে আবিদীন 'রদ্দুল মুহতার'-এ হুরমতে মুসাহারা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু মৌলিক কারণ ও শর্ত উল্লেখ করেছেন, যা হানাফি মাযহাবের স্বাতন্ত্র্য বহন করে:

১. বৈধ বিবাহ (আন-নিকাহুস সহীহ):

সহীহ আকদ বা বিবাহের মাধ্যমে শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ হারাম হয়ে যায়। এখানে দৈহিক মিলন বা সহবাস শর্ত নয়। শুধু 'কবুল' বলার সাথে সাথেই শাশুড়ি জামাইয়ের জন্য হারাম।

২. অবৈধ সম্পর্ক বা জিনা (আয-জিনা):

হানাফি মাযহাবের একটি কঠোর ও সতর্কতামূলক মত হলো—বৈধ বিবাহ ছাড়াও যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে জিনা (ব্যভিচার) করে, তবে ওই নারীর মা (প্রেমিকার মা) এবং মেয়ে (প্রেমিকার মেয়ে) ওই পুরুষের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। এটি ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মত এবং হানাফি মাযহাবের ফাতওয়া। (শাফেয়ী মাযহাবে জিনার দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয় না)।

৩. কামভাবসহ স্পর্শ বা চুম্বন (আল-মাস বি-শাহওয়াত):

ইবনে আবিদীন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে, যদি কোনো পুরুষ কামভাব বা শাহওয়াতের সাথে কোনো নারীকে স্পর্শ করে বা চুম্বন করে, তবে হুরমতে মুসাহারা সাব্যস্ত হবে।

- **শর্ত:** স্পর্শের সময় কাপড়ের আড়াল না থাকা বা পাতলা কাপড় থাকা যাতে শরীরের উষ্ণতা টের পাওয়া যায়। এবং স্পর্শের কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া।
- **উদাহরণ:** ভুলে শাশুড়িকে স্পর্শ করা বা শাশুড়ি জামাইকে কামভাবসহ স্পর্শ করলে জামাইয়ের জন্য তার নিজের স্ত্রী (শাশুড়ির মেয়ে) হারাম হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটি হানাফি ফিকহের অত্যন্ত নাজুক মাসআলা।

৪. সৎ মেয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত:

স্ত্রীর আগের ঘরের মেয়ে (রাবিবা) হারাম হওয়ার জন্য শর্ত হলো—ওই স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস (দুখুল) হতে হবে। সহবাসের আগে স্ত্রীকে তালাক দিলে বা মারা গেলে তার মেয়েকে বিয়ে করা জায়েজ।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

মুহাররামাত বিল মুসাহারা-এর বিধানগুলো অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে মেনে চলা উচিত। বিশেষ করে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী জিনা বা অবৈধ স্পর্শের মাধ্যমেও যেহেতু এই হুরমত সৃষ্টি হয়, তাই মাহরাম-গায়ের মাহরামের পর্দা এবং স্পর্শের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। ইমাম ইবনে আবিদীন এ বিষয়ে মুফতিদের খুব সতর্ক হয়ে ফাতওয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন-২৭: বিবাহে 'কুফু' (সমতা) বলতে কী বোঝায়? ইসলামি শরিয়তে কুফুর গুরুত্ব ও ধর্তব্য বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর।
ما المقصود بالكفاءة في النكاح؟ ناقش أهميتها والأمور المعتبرة فيها (بالتفصيل في الشريعة الإسلامية)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

সুখী ও শান্তিময় দাম্পত্য জীবনের অন্যতম চাবিকাঠি হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মিল ও সমতা। ইসলামি পরিভাষায় একে 'কুফু' (الكفاءة) বলা হয়। দুটি ভিন্ন পরিবেশ বা মর্যাদার মানুষের মধ্যে বিবাহ হলে অনেক সময় মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়, যা বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার গ্রন্থে হানাফি মাযহাবের আলোকে কুফুর বিধান ও এর মাপকাঠিগুলো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

কুফু-এর সংজ্ঞা (তা'রিফুল কাফাআহ):

- **আভিধানিক অর্থ:** কুফু (كفؤ) শব্দের অর্থ হলো সমকক্ষ, সদৃশ বা সমান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে বলা হয়েছে: "আর তার সমকক্ষ কেউ নেই।" (সূরা ইখলাস)

- পারিভাষিক সংজ্ঞা: হানাফি ফিকহের পরিভাষায়, স্বামীর বিশেষ কিছু গুণের ক্ষেত্রে স্ত্রীর বা স্ত্রীর পরিবারের সমকক্ষ বা সমান হওয়াকে কুফু বলে।

লক্ষণীয় যে, কুফু কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে ধর্তব্য। অর্থাৎ, পাত্রকে অবশ্যই পাত্রীর সমকক্ষ বা তার চেয়ে উত্তম হতে হবে। পাত্রী যদি পাত্রের চেয়ে নিচু বংশের বা গরিব হয়, তবে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, স্বামী স্ত্রীকে মর্যাদা দিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর মর্যাদা বাড়াতে পারে না।

শরিয়তে কুফুর গুরুত্ব ও বিধান:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ)

অর্থ: "তোমরা তোমাদের শুক্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন কর এবং সমকক্ষ (কুফু) দেখে বিবাহ কর।"

হানাফি মাযহাব মতে, কুফু বিবাহের 'সিহহাত' (বিশুদ্ধতা)-এর শর্ত নয়, বরং এটি 'লুজুম' (আবশ্যিকতা)-এর শর্ত।

- অর্থাৎ, কুফু ছাড়াও বিবাহ হয়ে যাবে (যদি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে নিজে করে), কিন্তু সেই বিবাহে ওলী বা অভিভাবকদের আপত্তি করার অধিকার থাকে। তারা চাইলে কাজীর মাধ্যমে বিবাহ ভেঙে দিতে পারে।
- তবে ওলীরা যদি কুফু ছাড়া বিয়েতে রাজি থাকে, তবে তা সম্পূর্ণ কার্যকর।

কুফুর ধর্তব্য বিষয়সমূহ (আল-উমুরুল মু'তাবারাহ ফিল কাফাআহ):

ইমাম ইবনে আবিদীন হানাফি মাযহাবের জহিরুর রিওয়ায়াহ অনুযায়ী কুফুর ক্ষেত্রে ৬টি বিষয়কে মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

১. বংশ মর্যাদা (আন-নাসাব):

আরব ও অনারবদের ক্ষেত্রে এর মাপকাঠি ভিন্ন।

- কুরাইশরা একে অপরের কুফু।

- অন্যান্য আরবরা একে অপরের কুফু।
- অনারবদের ক্ষেত্রে যিনি আলিম বা বুজুর্গ, তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে উত্তম। তবে হানাফি ফতওয়া হলো—বংশীয় মর্যাদা এখনো বিবেচ্য বিষয়।

২. ইসলাম (আল-ইসলাম):

যাদের বাবা-দাদা মুসলিম, তারা নওমুসলিম (যিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ করেছেন)-এর কুফু নয়। কারণ, সমাজে পুরোনো মুসলিমদের আলাদা মর্যাদা থাকে। তবে এটি অনারবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩. দ্বীনদারী ও তাকওয়া (আদ-দিয়ানাহ):

ফাসিক (পাপী) ব্যক্তি সতী-সাধ্বী ও পরহেজগার নারীর কুফু হতে পারে না। কেউ যদি জনসমক্ষে মদ খায় বা জিনা করে, তবে সে দ্বীনদার পরিবারের মেয়ের উপযুক্ত নয়। এটি কুফুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৪. সম্পদ ও সচ্ছলতা (আল-মাল):

এখানে সম্পদ বলতে মূলত 'মহর' এবং 'ভরণপোষণ' (নাফাকাহ) দেওয়ার ক্ষমতা বোঝায়। যে ব্যক্তি মহর ও ভরণপোষণ দিতে অক্ষম, সে ধনী নারীর কুফু হতে পারে না। তবে সম্পদের প্রাচুর্য ধর্তব্য নয়, কারণ সম্পদ আসে আর যায়।

৫. পেশা (আল-হিরফাহ):

পেশার কারণে মানুষের সামাজিক মর্যদার তারতম্য হয়। হানাফি মতে, নিচু পেশাজীবী (যেমন—নাপিত, ধোপা, কসাই) উচ্চ বা ভদ্র পেশাজীবী (যেমন—ব্যবসায়ী, আলেম, কাপড় বিক্রেতা) পরিবারের মেয়ের কুফু নয়। তবে পেশার অসমতা যদি সমাজে নিন্দনীয় না হয়, তবে তা ধর্তব্য নয়।

৬. বুদ্ধিমত্তা বা আকল (আল-আকল):

পাগল বা মাজবুন ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্কের নারীর কুফু নয়।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

কুফুর বিধান কোনো বর্ণবাদ বা শ্রেণিভেদ তৈরির জন্য নয়, বরং এটি পরিবারের শান্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে রাখা হয়েছে। ইবনে আবিদীন বলেন, ওলী ছাড়া বিবাহের ক্ষেত্রে কুফু রক্ষা করা জরুরি, নতুবা সেই বিবাহে ওলীদের সম্মানের হানি ঘটে এবং তারা তা মেনে নিতে বাধ্য নয়।

প্রশ্ন-২৮: মোহর-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফি মাযহাব মতে মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ কত? মোহর কি বিবাহের শর্ত না ওয়াজিব?
(عرف المهر. وما هو أقل مقدار للمهر عند الحنفية؟ وهل المهر شرط أم واجب في النكاح؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

নারীর সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হলো মোহর। জাহেলি যুগে নারীদের কোনো আর্থিক অধিকার ছিল না, কিন্তু ইসলাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় নারীর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পদকে স্বামীর ওপর আবশ্যক করে দিয়েছে। একে মোহর বা সাদাক বলা হয়। ইমাম ইবনে আবিদীন 'রদ্দুল মুহতার'-এ মোহরের বিধান, পরিমাণ এবং গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মোহর-এর সংজ্ঞা (তা'রিফুল মোহর):

- **আভিধানিক অর্থ:** মোহর (مهر) শব্দের অর্থ হলো প্রতিদান, উপহার বা বিয়ের পণ। একে 'সাদাক', 'নিহলা' এবং 'ফরিদা'ও বলা হয়।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায়, বিবাহ চুক্তির বিনিময়ে অথবা স্বামী-স্ত্রীর একান্ত মিলন (দুখুল)-এর কারণে স্বামীর ওপর স্ত্রীর যে সম্পদ বা অর্থ প্রদান করা আবশ্যক হয়, তাকে মোহর বলে।

ইবনে আবিদীন বলেন:

(هُوَ الْمَالُ الَّذِي يَجِبُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ)

অর্থ: "এটি এমন সম্পদ, যা বিবাহ আকদের কারণে স্বামীর ওপর স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হয়।"

মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ (আকাল্লুল মোহর):

মোহরের সর্বোচ্চ কোনো সীমা নেই। হযরত ওমর (রা.) একবার মোহরের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এক মহিলার আপত্তির মুখে তিনি তা প্রত্যাহার করেন এবং কুরআনের আয়াত ("তোমরা যদি তাদের কাউকে এক স্তূপ পরিমাণ সম্পদও দিয়ে থাকো...") মেনে নেন।

তবে সর্বনিম্ন পরিমাণ নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

- **হানাফি মাযহাব:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো **১০ দিরহাম**।
    - বর্তমান বাজার মূল্যে ১০ দিরহাম হলো প্রায় ৩০.৬ গ্রাম রুপা বা তার সমপরিমাণ অর্থ।
    - যদি কেউ ১০ দিরহামের কম মোহর ধার্য করে, তবুও শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে ১০ দিরহামই দিতে হবে। কারণ, এর চেয়ে কম কোনো মাল মোহর হিসেবে গণ্য নয়।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ)

অর্থ: "দশ দিরহামের কম কোনো মোহর নেই।" (বায়হাকি ও দারাকুতনি)

মোহর কি বিবাহের শর্ত না ওয়াজিব? (হুকুমুল মোহর):

মোহর বিবাহের 'রুকন' (স্তম্ভ) বা 'শর্ত' (Condition of Validity) নয়, বরং এটি বিবাহের একটি 'ওয়াজিব' বিধান বা অপরিহার্য ফলাফল।

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো:

১. আকদ সহীহ হওয়া: মোহর উল্লেখ না করলেও বিবাহ সহীহ হয়ে যায়। এমনকি যদি কেউ শর্ত করে যে, "আমি তোমাকে বিয়ে করলাম, কিন্তু কোনো মোহর দেব না"—তবুও বিবাহ হয়ে যাবে, কিন্তু মোহর না দেওয়ার শর্তটি বাতিল (ফাসিদ) বলে গণ্য হবে।

২. স্বয়ংক্রিয় ওয়াজিব: বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই শরীয়ত অটোমেটিক্যালি স্বামীর ওপর মোহর ওয়াজিব করে দেয়। যদি আকদের সময় নির্ধারণ করা থাকে, তবে সেটাই পাবে (যাকে মোহরে মুসাম্মা বলে)। আর যদি নির্ধারণ করা না থাকে, তবে 'মোহরে মিসল' (পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী মোহর) পাবে।

ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:

'রদ্দুল মুহতার'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোহর হলো স্ত্রীর শরীরের উপভোগের বিনিময় (Badal)। তবে এটি নিছক বিনিময় নয়, বরং এটি একটি সম্মানি (Ikram)। এজন্যই আকদের সময় এটি উল্লেখ না থাকলেও বিবাহ বাতিল হয় না, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয় না (মূল্য ছাড়া বেচাকেনা বাতিল)।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

মোহর নারীর একচ্ছত্র অধিকার। এটি মাফ করার অধিকার কেবল স্ত্রীর আছে। হানাফি মাযহাব সর্বনিম্ন ১০ দিরহাম নির্ধারণ করে দিয়েছে যাতে নারীরা নূন্যতম একটি সম্মানজনক অর্থ পায়। এটি বিবাহের শর্ত না হলেও, এটি আদায় করা স্বামীর জন্য ফরজ দায়িত্ব।

প্রশ্ন-২৯: 'মোহরে মুসাম্মা' ও 'মোহরে মিসল' বলতে কী বোঝায়? পূর্ণ মোহর কখন এবং কী কী কারণে স্বামীর ওপর আবশ্যক হয়?
(ما الفرق بين المهر المسمى ومهر المثل؟ متى ولأي أسباب يتأكد المهر كاملا على الزوج؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

মোহর নির্ধারণের পদ্ধতি এবং আদায়ের সময়ের ওপর ভিত্তি করে এর বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। কখনো বিবাহের সময় মোহর ঠিক করা হয়, আবার কখনো ঠিক করা থাকে না। এই পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে 'মোহরে মুসাম্মা' এবং 'মোহরে মিসল'-এর বিধান আসে। এছাড়া মোহর কখন অর্ধেক দিতে হয় আর কখন পুরোটা দিতে হয়—তা জানা প্রতিটি মুসলিম দম্পতির জন্য জরুরি। ইমাম ইবনে আবিদীন এ বিষয়গুলো সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

মোহরের প্রকারভেদঃ

১. মোহরে মুসাম্মা (المهر المسمى):

- **সংজ্ঞাঃ** 'মুসাম্মা' শব্দের অর্থ হলো নামকৃত বা নির্ধারিত। বিবাহের আকদ বা চুক্তির সময় অথবা আকদের পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ মোহর হিসেবে ধার্য করা হয়, তাকে মোহরে মুসাম্মা বলে।

- **শর্তঃ** এটি অবশ্যই ১০ দিরহামের চেয়ে কম হতে পারবে না এবং সম্পদ হিসেবে গণ্য এমন বস্তু হতে হবে।

২. মোহরে মিসল (مهر المثل):

- **সংজ্ঞাঃ** 'মিসল' অর্থ হলো দৃষ্টান্ত বা সাদৃশ্য। যদি বিবাহের সময় কোনো মোহর নির্ধারণ করা না হয়, অথবা মোহর না দেওয়ার শর্তে বিবাহ হয়, অথবা মোহর হিসেবে এমন বস্তু ধার্য করা হয় যা ইসলামে অবৈধ (যেমন—মদ বা শুকর), তবে এমতাবস্থায় স্ত্রীকে যে মোহর দেওয়া হয়, তাকে মোহরে মিসল বলে।

- **নির্ধারণ পদ্ধতিঃ** স্ত্রীর পিত্রালয়ের বা বংশের অন্যান্য নারী (যেমন—বোন, ফুফু, ভাইয়ের মেয়ে) যাদের রূপ, গুণ, বয়স, জ্ঞান এবং কুমারীত্ব বা বিধবা হওয়ার অবস্থা স্ত্রীর মতো, তাদের সাধারণত যে পরিমাণ মোহর দেওয়া হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে এই মোহর নির্ধারণ করা হয়। মায়ের দিকের আত্মীয়দের মোহর এখানে ধর্তব্য নয়, যদি না মা একই বংশের (চাচাতো বোন) হয়।

পূর্ণ মোহর আবশ্যক হওয়ার কারণসমূহ (আসবাবু তা'াক্কুদিল মোহর):

বিবাহের পর কিছু নির্দিষ্ট কারণ বা পরিস্থিতি তৈরি হলে স্বামীর ওপর পূর্ণ মোহর (পুরো টাকা) আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। হানাফি ফিকহ ও 'রদ্দুল মুহতার' অনুযায়ী সেই কারণগুলো হলো ৪টি:

১. প্রকৃত মিলন বা সহবাস (আদ-দুখুলুল হাকিকি):
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি প্রকৃত দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়, তবে মোহরে মুসাম্মা পূর্ণ আদায় করা ওয়াজিব।

২. খিলওয়াতে সহিহা (الخلوة الصحيحة):

এটি হানাফি মাযহাবের একটি বিশেষ পরিভাষা। যদি স্বামী ও স্ত্রী এমন কোনো নির্জন স্থানে একত্রিত হয় যেখানে সহবাসের পথে কোনো প্রাকৃতিক (যেমন—মাসিক), শারীরিক (যেমন—অসুস্থতা) বা শরয়ী (যেমন—ফরজ রোজার বা হজ্জের ইহরাম) বাধা নেই এবং কেউ দেখার সম্ভাবনা নেই—তবে মিলন হোক বা না হোক, এই নির্জনবাসের কারণেই পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

- ইমাম শাফেয়ীর মতে, শুধু খিলওয়াতের দ্বারা মোহর ওয়াজিব হয় না, মিলন জরুরি। কিন্তু হানাফি মতে, খিলওয়াত মিলনের স্থলাভিষিক্ত।

৩. স্বামীর মৃত্যু (মউতুজ জাওজ):

মিলন বা খিলওয়াতের আগেই যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, তবুও স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে। কারণ মৃত্যু বিবাহকে চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি দান করে।

৪. স্ত্রীর মৃত্যু (মউতুজ জাওজাহ):

একইভাবে, মিলনের আগে যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তবুও তার ওয়ারিশরা স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ মোহর দাবি করতে পারবে।

অর্ধেক মোহর কখন?

যদি কোনো মোহর নির্ধারণ করা থাকে (মুসাম্মা) এবং মিলন বা খিলওয়াতে সহিহার আগেই স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্ত্রী নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাবে। আল্লাহ বলেন: "আর যদি তোমরা তাদের স্পর্শ করার আগে তালাক দাও অথচ মোহর ধার্য করে থাকো, তবে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে।" (সূরা বাকারা: ২৩৭)

উপসংহার (আল-খাতিমা):

মোহর স্ত্রীর প্রাপ্য হক। নির্ধারিত হলে 'মুসাম্মা' আর নির্ধারিত না হলে 'মিসল'—যেকোনো একটি তাকে দিতেই হবে। হানাফি ফিকহ নারীর অধিকার রক্ষায় এতটাই সোচ্চার যে, শুধু নির্জনবাস বা মৃত্যুর কারণেও পূর্ণ মোহর সাব্যস্ত করেছে, যাতে নারীর সম্মান ক্ষুণ্ন না হয়।

প্রশ্ন-৩০: হানাফি ফিকহ অনুযায়ী 'নি কাহে ফাসিদ' (ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ) এবং 'নিকাহে বাতিল' (বাতিল বিবাহ)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? প্রতিটির বিধান ও ফলাফল আলোচনা কর।

ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل عند الحنفية؟ وناقش حكم وآثار كل منهما)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় হানাফি ফিকহের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তারা অবৈধ বিবাহকে ঢালাওভাবে 'বাতিল' বলেন না। বরং তারা একে দুই ভাগে ভাগ করেন: 'ফাসিদ' (ত্রুটিপূর্ণ) এবং 'বাতিল' (সম্পূর্ণ বাতিল)। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের কারণে সন্তানের বংশপরিচয় এবং নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাব এক বৈপ্লবিক সমাধান দিয়েছে। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সংজ্ঞা ও পরিচয় (আত-তা'রিফ):

১. নিকাহে ফাসিদ (النكاح الفاسد):

যে বিবাহে রুকন (ইজাব ও কবুল) এবং মহল (পাত্র-পাত্রী) ঠিক আছে, কিন্তু কোনো শর্তে ঘাটতি রয়েছে, তাকে 'নিকাহে ফাসিদ' বা ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ বলে।

- **উদাহরণ:** সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে বিবাহ করা, অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিবাহ (মুতা বিবাহ) করা। এখানে পাত্র-পাত্রী বিবাহের যোগ্য, কিন্তু 'সাক্ষী' বা 'স্থায়িত্ব'-এর শর্ত পাওয়া যায়নি।

২. নিকাহে বাতিল (النكاح الباطل):

যে বিবাহে মূল রুকন পাওয়া যায়নি অথবা এমন নারীর সাথে বিবাহ হয়েছে যাকে বিবাহ করা শরিয়তে চিরস্থায়ীভাবে হারাম, তাকে 'নিকাহে বাতিল' বলে।

- **উদাহরণ:** নিজের বোন বা ফুফুকে বিবাহ করা, অথবা অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা। এখানে বিবাহের মূল ভিত্তিই নেই।

পার্থক্যসমূহ (আল-ফুরুক):

বিষয়	নিকাহে ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ)	নিকাহে বাতিল (বাতিল)
মূল প্রকৃতি	এর ভিত্তি ঠিক আছে, কিন্তু গুণগত ত্রুটি আছে।	এর ভিত্তি এবং গুণাগুণ সবই অবৈধ।
উদাহরণ	সাক্ষী ছাড়া বিবাহ।	মাহরাম (যেমন মা-বোন)-কে বিবাহ।
শরিয়তের হুকুম	গুনাহ হবে, অবিলম্বে আলাদা হওয়া ওয়াজিব।	মারাত্মক গুনাহ (জিনা), অবিলম্বে বিচ্ছেদ ফরজ।
বংশপরিচয় (নসব)	যদি সহবাস হয়, তবে সন্তানের বংশপরিচয় সাব্যস্ত হবে।	কোনো অবস্থাতেই সন্তানের বংশপরিচয় সাব্যস্ত হবে না।
ইদ্দত	বিচ্ছেদের পর স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে (সহবাস হলে)।	কোনো ইদ্দত নেই।

বিধান ও ফলাফল (আল-আহকাম ওয়াল আসার):

১. নিকাহে ফাসিদ-এর বিধান:

- **সহবাসের আগে:** যদি স্বামী-স্ত্রী সহবাসের আগেই বুঝতে পারে যে বিবাহটি ফাসিদ, তবে তাদের ওপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। কোনো মোহর দিতে হবে না এবং ইদ্দতও নেই।
- **সহবাসের পরে:** যদি সহবাস হয়ে যায়, তবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এর কিছু ফলাফল সাব্যস্ত হবে:
  - **মোহর:** স্ত্রী 'মোহরে মিসল' (পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী মোহর) অথবা 'মোহরে মুসাম্মা' (নির্ধারিত মোহর)—এই দুটির মধ্যে যেটি কম, তা পাবে।
  - **নসব:** জন্মগ্রহণকারী সন্তানের বংশপরিচয় পিতার দিকে সম্পৃক্ত হবে।

- **ইদ্দত:** বিচ্ছেদের পর স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে।
- **বৈবাহিক সম্পর্ক:** তবে তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে না এবং একে অপরের ওয়ারিশ হবে না। কাজীর দায়িত্ব হলো বলপ্রয়োগ করে হলেও তাদের আলাদা করে দেওয়া।

২. নিকাহে বাতিল-এর বিধান:

- এই বিবাহ শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো বিবাহই নয়। এটি সরাসরি 'জিনা' বা ব্যভিচার হিসেবে গণ্য।
- এর কোনো ফলাফল নেই—মোহর, নসব বা ইদ্দত কিছুই সাব্যস্ত হবে না।
- যদি কেউ জেনে-শুনে মাহরাম নারীকে বিবাহ করে সহবাস করে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে তাকে 'হদ' (শাস্তি) প্রয়োগ করা হবে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীন উল্লেখ করেছেন যে, নিকাহে ফাসিদকে বৈধ মনে করা কুফরি নয়, কিন্তু নিকাহে বাতিলকে বৈধ মনে করা কুফরি। হানাফি মাযহাবের এই বিভাজন মূলত নিষ্পাপ সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার একটি মানবিক ও আইনগত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন-৩১: 'খিয়ারে বুলুগ' (প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার অধিকার) বলতে কী বোঝায়? নাবালক অবস্থায় দেওয়া বিবাহে এটি কখন এবং কীভাবে প্রয়োগ করা যায়?
(ما المقصود بـ "خيار البلوغ"؟ متى وكيف يطبق هذا الحق في نكاح الصغار؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি শরিয়তে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর প্রত্যেক নর-নারীর স্বাধীনভাবে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। যদি কোনো নাবালক বা নাবালিকার বিবাহ তাদের অভিভাবক (বাবা বা দাদা ছাড়া অন্য কেউ) করিয়ে দেন, তবে

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তারা সেই বিবাহ মেনে নিতে পারে অথবা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। শরিয়তের পরিভাষায় এই বিশেষ অধিকারকে 'খিয়ারে বুলুগ' বলা হয়। 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে এর শর্ত ও প্রয়োগবিধি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

সংজ্ঞা (আত-তা'রিফ):

'খিয়ার' (خيار) অর্থ ইখতিয়ার বা অধিকার, আর 'বুলুগ' (بلوغ) অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

পারিভাষিক অর্থে, যদি পিতা বা দাদা ব্যতীত অন্য কোনো ওলী (যেমন ভাই বা চাচা) কোনো নাবালক ছেলে বা মেয়ের বিবাহ দেন, তবে বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সেই বিবাহ বহাল রাখা বা ভেঙে দেওয়ার যে শরয়ী অধিকার তাদের থাকে, তাকে 'খিয়ারে বুলুগ' বলে।

খিয়ারে বুলুগ কখন প্রযোজ্য হয়? (শুরুতুস সুবুত):

ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-এর মতে, এই অধিকার লাভের জন্য দুটি শর্ত জরুরি:

১. ওলীর ধরন: বিবাহটি যদি পিতা বা দাদা (বাবা ও বাবার বাবা) ছাড়া অন্য কেউ (যেমন ভাই, চাচা বা মা) দিয়ে থাকেন।

* হানাফি মাযহাবের মূলনীতি হলো, পিতা বা দাদা যদি বিবাহ দেন, তবে তাদের স্নেহ ও দূরদর্শিতার কারণে সেই বিবাহে সাধারণত কোনো 'খিয়ার' বা বাতিলের অধিকার থাকে না (যদি না পাত্র স্পষ্টত কুফু বা সমকক্ষ না হয়)।

২. অসম্মতি: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর মৌখিকভাবে বা কাজের মাধ্যমে সেই বিবাহে সম্মতি না দেওয়া।

প্রয়োগ পদ্ধতি ও বিধান (কায়ফিয়াতুত তাতবিক):

১. মেয়েদের ক্ষেত্রে বিধান:

- **কুমারী (বাকেরা):** যদি মেয়েটি কুমারী হয়, তবে 'হায়েজ' (মাসিক) শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাসিকের রক্ত দেখার পর যদি সে চুপ থাকে, তবে এই চুপ থাকাই 'সম্মতি' হিসেবে গণ্য হবে

এবং তার খিয়ারে বুলুগ বাতিল হয়ে যাবে। তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বলতে হবে, "আমি এই বিয়ে মানি না।"

- **সায়্যিবা (অকুমারী):** যদি মেয়েটি আগে বিবাহিতা থাকে, তবে তার সম্মতির জন্য স্পষ্ট মুখের কথা জরুরি। চুপ থাকলে সম্মতি বোঝাবে না। তার ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করার জন্য কিছু সময় পাওয়া যায়।

২. ছেলেদের ক্ষেত্রে বিধান:

- ছেলেরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর (স্বপ্নদোষ বা আলামত প্রকাশের পর) যতক্ষণ না তারা মোহর প্রদান করে বা স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই অধিকার থাকে। তবে দেরি না করে কাজীর শরণাপন্ন হওয়া উত্তম।

৩. কাজীর ফয়সালা (কাযাউল কাজি):

হানাফি মাযহাব মতে, 'খিয়ারে বুলুগ' প্রয়োগ করে বিবাহ ভাঙার জন্য কাজীর (বিচারক) রায় বা ডিক্রি আবশ্যক।

- যতক্ষণ কাজী বিচ্ছেদের রায় না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হবে এবং একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে।

- মেয়েটি আদালতে গিয়ে বলবে, "আমার নাবালক অবস্থায় চাচা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, আমি এখন বালেগ হয়েছি এবং আমি এই বিয়েতে রাজি নই।" তখন কাজী সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দেবেন।

ইবনে আবিদীনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ:

ইমাম ইবনে আবিদীন উল্লেখ করেন, যদি পিতা বা দাদাও এমন পাত্রের সাথে বিয়ে দেন যে মদ্যপ বা ফাসিক (পাপী) অথবা মেয়েটির সমকক্ষ (কুফু) নয়, তবে সেক্ষেত্রেও কাজীর মাধ্যমে 'খিয়ারে বুলুগ' প্রয়োগ করা যাবে। কারণ, সন্তানের ক্ষতি করা পিতা-দাদার অধিকার নেই।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

'খিয়ারে বুলুগ' ইসলামি পারিবারিক আইনের একটি সৌন্দর্য। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে জবরদস্তিমূলক কোনো বিবাহ নেই। নাবালক অবস্থায় সামাজিকভাবে বিবাহ হলেও, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বুদ্ধি-বিবেচনা খাটানোর পূর্ণ স্বাধীনতা ইসলাম মানুষকে দিয়েছে।

প্রশ্ন-৩২: ইসলামি শরিয়তে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ বা সমতা (আদাল) রক্ষার বিধান কী? কোন কোন বিষয়ে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব এবং কোনটিতে নয়?

(ما هو حكم العدل بين الزوجات في تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية؟ وما هي الأمور التي يجب فيها العدل والأمور التي لا يجب فيها؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলাম বিশেষ প্রয়োজনে এবং কঠিন শর্তসাপেক্ষে পুরুষদের জন্য একাধিক (সর্বোচ্চ চারজন) বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। সেই কঠিন শর্তটি হলো স্ত্রীদের মাঝে 'আদাল' বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন: "আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে ইনসাফ করতে পারবে না, তবে মাত্র একজনকে বিবাহ কর।" (সূরা নিসা: ৩)। ইমাম ইবনে আবিদীন 'রদ্দুল মুহতার'-এ এই ইনসাফের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন।

ইনসাফ বা সমতার বিধান (হুকুমুল আদাল):

একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা স্বামীর ওপর 'ফরজ'। যদি কেউ এতে ব্যর্থ হয় বা এক স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে পড়ে অন্যজনকে ঝুলিয়ে রাখে, তবে সে কবিরা গুনাহগার হবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন:

(مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ)

অর্থ: "যার দুইজন স্ত্রী আছে কিন্তু সে একজনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে তার শরীরের এক পাশ অবশ বা বাঁকা থাকবে।" (তিরমিজি)

যেসব বিষয়ে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব (আল-উমুরুল ওয়াজিবাহ):

ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, স্বামীর ইখতিয়ার বা ক্ষমতার মধ্যে আছে এমন বিষয়গুলোতে সমতা বজায় রাখা আবশ্যক। যেমন:

১. রাত্রিযাপন (আল-মাবিত):

স্বামীর জন্য স্ত্রীদের মাঝে রাত বন্টন করা ফরজ। এক স্ত্রীর কাছে এক রাত থাকলে অন্য স্ত্রীর কাছেও এক রাত থাকতে হবে।

- নতুন বা পুরাতন, সুন্দরী বা অসুন্দরী—সবার ক্ষেত্রে রাতের হক সমান। এমনকি অসুস্থ বা ঋতুবতী স্ত্রীর কাছেও তার পালায় রাতে থাকতে হবে (সহবাস না করলেও সঙ্গ দেওয়া জরুরি)।

২. ভরণপোষণ (আন-নাফাকাহ):

খাবার, পোশাক এবং বাসস্থানের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করতে হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে সবাইকে হুবহু একই জিনিস দিতে হবে। বরং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

- *উদাহরণ:* এক স্ত্রীকে যদি আলাদা ঘর দেওয়া হয়, অন্যজনকেও আলাদা ঘর দিতে হবে।

৩. সদ্ব্যবহার ও সঙ্গদান (হুমনে মুআশারাহ):

সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলা, দিনে তাদের কাছে যাওয়া এবং খোঁজখবর নেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য করা যাবে না।

যেসব বিষয়ে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয় (গাইরুল ওয়াজিবাহ):

মানুষের মনের ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই যেসব বিষয় মানুষের ক্ষমতার বাইরে, সেখানে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন।

১. ভালোবাসা ও আন্তরিক টান (আল-মাহাব্বাহ):

অন্তরের ভালোবাসা সবার প্রতি সমান হওয়া সম্ভব নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি ভালোবাসতেন, কিন্তু বাহ্যিক ব্যবহারে তা প্রকাশ করতেন না। তিনি দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ! এটা আমার

বন্টন যা আমার ক্ষমতায় আছে। আর যেটির মালিক তুমি (অন্তর), তাতে আমাকে তিরস্কার করো না।"

২. সহবাস বা দৈহিক মিলন (আল-জিমা):

সকল স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যকবার সহবাস করা ওয়াজিব নয়, কারণ কামশক্তি বা আগ্রহ সবসময় সমান থাকে না। তবে কারো সাথে একেবারে সম্পর্কহীন থাকা যাবে না। ইবনে আবিদীনের মতে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে এ ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব সমতা রক্ষা করা মুস্তাহাব।

ভ্রমণ বা সফরের ক্ষেত্রে বিধান:

সফরে যাওয়ার সময় লটারি বা কুরআ (القرعة) এর মাধ্যমে সঙ্গী নির্বাচন করা সুন্নাত। লটারিতে যার নাম উঠবে, তাকেই সাথে নিতে হবে। এতে অন্যদের হক নষ্ট হয় না।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

বহুবিবাহ কোনো ভোগের বিষয় নয়, বরং এটি এক বিশাল দায়িত্ব। 'রদ্দুল মুহতার'-এর ভাষ্যমতে, যে ব্যক্তি ইনসাফ করতে পারবে না বলে নিজের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, তার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা 'মাকরুহে তাহরিমি' (হারামের কাছাকাছি)। স্ত্রীদের হক আদায় এবং তাদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করা জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

প্রশ্ন-৩৩: স্ত্রীলোকের ভরণপোষণ বা 'নাফাকাহ'-এর সংজ্ঞা ও শরয়ী বিধান কী? স্বামীর সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার ভিত্তিতে নাফাকাহ নির্ধারণের মূলনীতি আলোচনা কর।

ما هو تعريف نفقة الزوجة وحكمها الشرعي؟ ناقش مبادئ تقدير النفقة (بناءً على يسار الزوج وإعساره)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বিবাহের পর স্ত্রীর যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো স্বামীর ওপর আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন। মোহরের পরই স্ত্রীর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো 'নাফাকাহ' বা ভরণপোষণ। এটি কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়, বরং এটি স্ত্রীর আইনগত ও শরয়ী

অধিকার। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে নাফাকাহর সংজ্ঞা, পরিধি এবং পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ মত প্রদান করেছেন।

নাফাকাহ-এর সংজ্ঞা (তা'রিফুন নাফাকাহ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'নাফাকাহ' (النفقة) শব্দটি 'ইনফাক' (الإنفاق) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো ব্যয় করা, খরচ করা বা বের করা।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায়, স্ত্রীর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান (Food, Clothing and Shelter) স্বামীর পক্ষ থেকে সরবরাহ করাকে নাফাকাহ বলে।

ইমাম ইবনে আবিদীন বলেন:

(هِيَ الْإِدْرَارُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا فِيهِ بَقَاؤُهُ)

অর্থ: "কোনো জিনিসের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা ধারাবাহিকভাবে সরবরাহ করাই হলো নাফাকাহ।"

শরয়ী বিধান (আল-হুকুমুশ শর'ঈ):

স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রদান করা স্বামীর ওপর 'ফরজ' বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

- **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: "জনকের (স্বামীর) ওপর দায়িত্ব হলো, ন্যায়ানুগভাবে প্রসূতিদের (স্ত্রীদের) খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা।" (সূরা বাকারা: ২৩৩)
- **শর্ত:** নাফাকাহ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো, স্ত্রীকে স্বামীর আয়ত্তে আসতে হবে বা নিজেকে স্বামীর কাছে সমর্পণ (তামকিন) করতে হবে। যদি স্ত্রী বাবার বাড়িতে থাকে এবং স্বামীর কাছে আসতে অস্বীকার করে (বিনা কারণে), তবে নাফাকাহ পাবে না।

নাফাকাহর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী নাফাকাহর মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

১. খাদ্য (আত-তাম): সকাল-সন্ধ্যার খাবার, পানীয়, তরকারি, তেল, লবণ এবং রান্নার জ্বালানি।

২. বস্ত্র (আল-কিসওয়াহ): শীত ও গ্রীষ্মের উপযোগী কাপড় এবং বিছানাপত্র। শামীতে উল্লেখ আছে, বছরে দুই সেট কাপড় দেওয়া ওয়াজিব।

৩. বাসস্থান (আস-সুকনা): এমন একটি ঘর বা কামরা যেখানে স্ত্রী নিরাপদ বোধ করে এবং স্বামীর পরিবারের অন্যদের (ননদ, দেবর) হস্তক্ষেপ ছাড়া একান্তে থাকতে পারে।

নাফাকাহ নির্ধারণের মূলনীতি (তাকদিরুন নাফাকাহ):

স্বামীর আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে স্ত্রীর ভরণপোষণ কেমন হবে—এ নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফি মাযহাবে এ ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে:

১. উভয়ে ধনী হলে:

স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই যদি ধনী বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের হয়, তবে স্বামীকে উচ্চমানের খাবার ও পোশাক দিতে হবে।

২. উভয়ে গরিব হলে:

উভয়েই যদি গরিব হয়, তবে স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী নিম্নমানের বা সাধারণ খাবার দিলেই দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন: "সামর্থ্যবান তার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে।" (সূরা তালাক: ৭)

৩. একজন ধনী ও একজন গরিব হলে:

স্বামী ধনী কিন্তু স্ত্রী গরিব পরিবারের, অথবা স্বামী গরিব কিন্তু স্ত্রী ধনী পরিবারের—এ ক্ষেত্রে 'রদ্দুল মুহতার'-এর ফাতওয়া হলো 'মধ্যপন্থা' (আল-ওয়াসাত) অবলম্বন করা। অর্থাৎ, খুব উচ্চমানেরও নয়, আবার খুব নিম্নমানেরও নয়, বরং মাঝামাঝি মানের ভরণপোষণ দিতে হবে।

ইমাম খাসসাফ (রহ.)-এর মতে, কেবল স্বামীর সামর্থ্যই বিবেচ্য, স্ত্রীর অবস্থা নয়। কিন্তু ইমাম ইবনে আবিদীন 'ফতোয়া শামী'তে জহিরুর রিওয়ায়াহ উল্লেখ করে বলেন, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অবস্থাই বিবেচনা করা উত্তম।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর কাঁধে একটি পবিত্র ঋণ। স্বামী যদি কৃপণতা করে নাফাকাহ না দেয়, তবে স্ত্রী আদালতের মাধ্যমে তা আদায় করতে পারে অথবা স্বামীর অগোচরে তার সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ নিতে পারে (হাদিসে হিন্দার ঘটনা অনুযায়ী)। এটি দাম্পত্য জীবনের শান্তির মূল ভিত্তি।

প্রশ্ন-৩৪: 'নাশিজা' (অবাধ্য স্ত্রী) কে? নাশিজার ভরণপোষণের বিধান কী? ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে আলোচনা কর।
من هي الناشزة؟ وما هو حكم نفقتها؟ ناقش ذلك على ضوء حاشية ابن عابدين)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি শরিয়তে অধিকার এবং দায়িত্ব একে অপরের পরিপূরক। স্বামী যেমন স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেবে, তেমনি স্ত্রীকেও স্বামীর আনুগত্য করতে হবে। যদি স্ত্রী স্বামীর ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ অমান্য করে, তবে শরিয়ত তাকে 'নাশিজা' বা অবাধ্য হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার কিছু অধিকার স্থগিত করে দেয়। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার কিতাবে নাশিজার সংজ্ঞা এবং তার ভরণপোষণের বিধান অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

নাশিজা-এর পরিচয় (তা'রিফুন নাশিজা):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'নুশুজ' (نشوز) শব্দ থেকে 'নাশিজা' এসেছে। এর অর্থ হলো উঁচু হওয়া, দম্ভ করা বা অবাধ্য হওয়া।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায়, যে স্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর ঘর ত্যাগ করে, অথবা নিজেকে স্বামীর কাছে সমর্পণ করতে অস্বীকার করে, তাকে 'নাশিজা' বলা হয়।

ইবনে আবিদীন বলেন:

(هِيَ الْخَارِجَةُ عَنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ)

অর্থ: "যে নারী অন্যায়ভাবে স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, সে-ই নাশিজা।"

নাশিজার ভরণপোষণের বিধান (হুকুমু নাফাকাতিহা):

হানাফি ফিকহের মূলনীতি হলো—ভরণপোষণ (নাফাকাহ) হলো 'আটক থাকা' বা 'নিজেকে সমর্পণ করা' (আল-ইহতিবাস)-এর বিনিময়। যেহেতু নাশিজা স্ত্রী নিজেকে স্বামীর আয়ত্ত থেকে বের করে নিয়েছে, তাই তার ভরণপোষণ ساقط (রহিত) বা বাতিল হয়ে যাবে।

অর্থাৎ, যতক্ষণ স্ত্রী অবাধ্য থাকবে, ততক্ষণ স্বামী তাকে খাবার, কাপড় বা টাকা দিতে বাধ্য নয়।

কখন ভরণপোষণ রহিত হয় আর কখন হয় না?

ইমাম ইবনে আবিদীন এ বিষয়ে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য উল্লেখ করেছেন:

১. স্বামীর ঘর ত্যাগ করলে:

স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাবার বাড়ি চলে যায় বা অন্য কোথাও থাকে এবং স্বামী ডাকলে আসতে অস্বীকার করে, তবে সে নাফাকাহ পাবে না।

২. সহবাসে বাধা দিলে:

স্ত্রী যদি স্বামীর ঘরেই থাকে, কিন্তু স্বামীকে তার কাছে আসতে বাধা দেয় বা সহবাসে অসম্মতি জানায় (বিনা ওজরে), তবুও সে নাফাকাহর হকদার থাকবে না।

৩. নামাজ-রোজার কারণে অবাধ্য হলে:

স্বামী যদি স্ত্রীকে নামাজ পড়তে নিষেধ করে বা পর্দায় থাকতে বাধা দেয়, আর স্ত্রী সেই অন্যায্য আদেশ অমান্য করে, তবে সে 'নাশিজা' হবে না। এমতাবস্থায় সে পূর্ণ ভরণপোষণ পাবে। কারণ, "স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

৪. স্বামীর ঘরে নামাজ না পড়লে:

স্ত্রী যদি স্বামীর ঘরে থাকে কিন্তু নামাজ-রোজা না করে বা স্বামীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে (গালিগালাজ করে), তবে সে গুনাহগার হবে ঠিকই, কিন্তু ফিকহী পরিভাষায় সে 'নাশিজা' নয়। কারণ সে নিজেকে স্বামীর আয়ত্তে রেখেছে। তাই সে নাফাকাহ পাবে। তবে স্বামী তাকে শাসনের অধিকার রাখে।

কখন ভরণপোষণ ফিরে পাবে?

যখনই স্ত্রী তার ভুল বুঝতে পেরে তওবা করবে এবং স্বামীর ঘরে ফিরে আসবে অথবা নিজেকে স্বামীর কাছে পুনরায় সমর্পণ করবে, তখন থেকেই তার ভরণপোষণ আবার চালু হবে। অতীতের দিনগুলোর (অবাধ্য থাকাকালীন) খরচ সে দাবি করতে পারবে না।

ভ্রমণ বা হজ্জের ক্ষেত্রে বিধান:

ইবনে আবিদীন উল্লেখ করেন, স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া হজ্জে যায় (মাহরামের সাথে হলেও), তবুও হজ্জকালীন সময়ের ভরণপোষণ সে পাবে না। কারণ সে নিজেকে স্বামীর খেদমত থেকে বঞ্চিত করেছে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

'নুশুজ' বা অবাধ্যতা হলো দাম্পত্য জীবনের ক্যান্সার। শরিয়ত নাশিজার ভরণপোষণ বন্ধ করার বিধান দিয়েছে মূলত তাকে সংশোধনের জন্য, তাকে কষ্টে ফেলার জন্য নয়। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ (Psychological Pressure), যাতে সে দ্রুত সংসারে ফিরে আসে। তবে স্বামীকেও এ ক্ষেত্রে ইনসাফ এবং ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।

প্রশ্ন-৩৫: 'রদা' বা দুগ্ধপান করানোর শরয়ী বিধান কী? কতটুকু দুধ পান করলে এবং কোন বয়সে পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়? হানাফি মাযহাবের দলিলসহ লিখ।

(ما هو الحكم الشرعي للرضاع؟ وما هو المقدار والسن الذي يثبت به التحريم؟ اكتب ذلك مع أدلة المذهب الحنفي)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

মাতৃদুগ্ধ পান করানো শিশুর জন্মগত অধিকার। ইসলামে রক্তের সম্পর্কের মতো দুধের সম্পর্কও অত্যন্ত পবিত্র ও শক্তিশালী। অন্যের দুধ পান করার কারণে যে আত্মীয়তা তৈরি হয়, তাকে 'রদা' (الرضاع) বা দুগ্ধপান সম্পর্ক বলে। এর মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হয় এবং বিবাহ হারাম হয়ে যায়। ইমাম ইবনে আবিদীন

শামী (রহ.) 'রদ্দুল মুহতার'-এ হানাফি মাযহাবের আলোকে দুধ পানের পরিমাণ ও সময়কাল নিয়ে বিস্তারিত তাহকিক পেশ করেছেন।

রদা-এর সংজ্ঞা ও বিধান:

- **সংজ্ঞা:** কোনো শিশুর নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কোনো মহিলার স্তনের দুধ পান করাকে 'রদা' বলে।
- **বিধান:** মাকে তার সন্তানের দুধ পান করানো ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন: "মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।" (সূরা বাকারা: ২৩৩)। আর দুধমাতার সাথে বিবাহ হারাম হওয়া এবং তাকে সম্মান করাও ওয়াজিব।

হুরমত (বিবাহ হারাম) সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলি:

দুধ পানের কারণে বিবাহ হারাম হওয়ার জন্য হানাফি ফিকহে দুটি মূল বিষয় বিবেচ্য: ১. দুধের পরিমাণ, ২. শিশুর বয়স।

১. দুধের পরিমাণ (মিকদারুর রদা):

কতটুকু দুধ পান করলে হুরমত সাব্যস্ত হবে?

- **হানাফি মাযহাব:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, দুধের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক—যদি তা শিশুর পেটে পৌঁছায়, তবেই হুরমত সাব্যস্ত হবে। এমনকি **এক ফোঁটা** দুধও যদি নাক বা মুখ দিয়ে পেটে যায়, তাতেই দুধ মা ও দুধ ভাই-বোন হারাম হয়ে যাবে।
- **অন্যান্য মাযহাবের মত:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, অন্তত ৫ বার তৃপ্তি সহকারে দুধ পান না করলে হুরমত সাব্যস্ত হয় না।
- **হানাফিদের দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)

অর্থ: "বংশগত কারণে যারা হারাম হয়, দুধ পানের কারণেও তারা হারাম হয়।" (বুখারী)

এখানে দুধের পরিমাণের কোনো শর্ত দেওয়া হয়নি। আল্লাহ কুরআনে সাধারণভাবে বলেছেন, "তোমাদের দুধমাতা" (সূরা নিসা: ২৩)। কম বা বেশি—উভয়টিই দুধপানের অন্তর্ভুক্ত।

২. দুধ পানের বয়স (মুদ্দাতুর রদা):

শিশুর কত বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে হুরমত সাব্যস্ত হবে?

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:** তার মতে, শিশুর বয়স **৩০ মাস (আড়াই বছর)** হওয়া পর্যন্ত দুধ পান করলে হুরমত সাব্যস্ত হবে। এর দলিল হলো কুরআনের আয়াত: "তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ ত্রিশ মাস।" (সূরা আহকাফ: ১৫)
- **সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মত:** তাদের মতে, দুধ পানের মেয়াদ **২ বছর (২৪ মাস)**। এটিই হানাফি মাযহাবের 'মুফতা বিহি' (ফাতওয়াযোগ্য) মত। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-ও এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন, ২ বছরের পর দুধ পান করলে হুরমত সাব্যস্ত হবে না।
- **দলিল:** "মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।" (সূরা বাকারা: ২৩৩)

হুরমতের ফলাফল (আসারুত তাহরিম):

যখন শর্ত মেনে দুধ পান সম্পন্ন হয়, তখন নিম্নোক্ত ফলাফল সাব্যস্ত হয়:

১. ওই মহিলা শিশুর 'দুধ মা' হয়ে যান এবং মহিলার স্বামী 'দুধ বাবা' হন।

২. তাদের সন্তানরা শিশুর 'দুধ ভাই-বোন' হয়ে যায়।

৩. তাদের সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম হয়ে যায়।

৪. তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ জায়েজ (পর্দা লাগবে না)।

৫. তবে দুধ মা বা দুধ বাবার সম্পত্তিতে দুধ সন্তান কোনো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবে না।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

দুধ পানের সম্পর্ক অত্যন্ত নাজুক। ইমাম ইবনে আবিদীন পরামর্শ দিয়েছেন যে, দুধ পান করানোর সময় বিষয়টি লিখে রাখা বা সাক্ষী রাখা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে ভুলে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ না হয়ে যায়। হানাফি মাযহাব এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে এবং 'কম বা বেশি'র পার্থক্য না করে হুরমত সাব্যস্ত করেছে, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ না থাকে।

প্রশ্ন-৩৬: 'ওয়ালিমা' (বিবাহভোজ)-এর শরয়ী বিধান কী? ওয়ালিমার সময়, ধরন এবং দাওয়াত কবুল করার বিধান সম্পর্কে হানাফি ফিকহের মতামত আলোচনা কর।

ما هو الحكم الشرعي للوليمة؟ ناقش وقت الوليمة وكيفيتها وحكم إجابة الدعوة في الفقه الحنفي)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলাম কেবল ইবাদতের ধর্ম নয়, এটি সামাজিক আনন্দ ও উৎসবেরও ধর্ম। বিবাহের মতো খুশির উপলক্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-দুঃখীদের আপ্যায়ন করাতে ইসলাম 'ওয়ালিমা'র নির্দেশ দিয়েছে। এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার গ্রন্থে ওয়ালিমার গুরুত্ব, সময় ও আদব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ওয়ালিমা-এর সংজ্ঞা ও বিধান (আত-তা'রিফ ওয়াল হুকুম):

- **সংজ্ঞা:** বিবাহের খুশিতে স্বামী-স্ত্রী বা তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও গরিবদের যে খাবারের আয়োজন করা হয়, তাকে ওয়ালিমা বলে।
- **বিধান:** হানাফি মাযহাব মতে, ওয়ালিমা করা **'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা'**। এটি ওয়াজিব বা ফরজ নয়, তবে সামর্থ্য থাকলে এটি বর্জন করা অনুচিত।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-কে বলেছিলেন:

(أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)

অর্থ: "একটি বকরি দিয়ে হলেও তুমি ওয়ালিমার আয়োজন করো।" (বুখারী ও মুসলিম)

ওয়ালিমার সময় (ওয়াক্তুল ওয়ালিমা):

ইবনে আবিদীন (রহ.) উল্লেখ করেন, ওয়ালিমার উত্তম সময় হলো বাসর রাতের পরদিন সকালে বা দুপুরে। অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর এই আয়োজন করা সুন্নাত। তবে আকদের পর বা বাসর রাতের আগেও এটি করা জায়েজ আছে। বিবাহের পর তিন দিন পর্যন্ত ওয়ালিমার সময় থাকে। এরপর করা মাকরুহ বা লৌকিকতা হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ওয়ালিমার ধরন ও আয়োজন:

ওয়ালিমাতে জাঁকজমক বা অপচয় করা ইসলাম সমর্থন করে না। সামর্থ্য অনুযায়ী সাধারণ খাবার (যেমন গোশত, রুটি বা ভাত) পরিবেশন করাই যথেষ্ট।

- **সতর্কতা:** যে ওয়ালিমাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরিবদের উপেক্ষা করা হয়, হাদিসে তাকে 'নিকৃষ্ট খাবার' বলা হয়েছে। তাই গরিবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি।

দাওয়াত কবুল করার বিধান (হুকুমু ইজাবাতুদ দাওয়াহ):

কারো ওয়ালিমার দাওয়াত পেলে তা কবুল করা কি ওয়াজিব নাকি সুন্নাত? এ নিয়ে মতভেদ আছে।

- **হানাফি ফিকহ:** ওয়ালিমার দাওয়াত কবুল করা **'সুন্নাত'**। তবে কোনো শরয়ী ওজর (যেমন অসুস্থতা, বা সেখানে গান-বাজনা ও হারাম কাজ হওয়া) না থাকলে দাওয়াত কবুল করা নৈতিক দায়িত্ব।
- যদি কেউ রোজা রাখে, তবুও সে দাওয়াতে যাবে এবং মেজবানের জন্য দোয়া করবে। আর রোজা না থাকলে খাবে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ওয়ালিমা হলো বিবাহের প্রচার এবং সামাজিক স্বীকৃতির একটি মাধ্যম। এটি লোকদেখানো বা গর্ব করার জন্য নয়, বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং মানুষের

দোয়া নেওয়ার জন্য করা উচিত। ইবনে আবিদীন বলেন, "রিয়া বা লৌকিকতার উদ্দেশ্যে যে ওয়ালিমা করা হয়, তা খাওয়া জায়েজ নয়।"

প্রশ্ন-৩৭: স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার (হুকুকুজ জাওজাইন) কী কী? স্বামীর ওপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর বিশেষ অধিকারগুলো 'রদ্দুল মুহতার'-এর আলোকে বর্ণনা কর।

ما هي الحقوق المتبادلة بين الزوجين؟ اذكر الحقوق الخاصة للزوجة (على الزوج وحقوق الزوج على الزوجة في ضوء رد المحتار)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

দাম্পত্য জীবন হলো একটি গাড়ির দুটি চাকার মতো। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালোবাসা এবং অধিকার আদায়ের মাধ্যমেই এই গাড়ি সামনে এগিয়ে চলে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নারীদের ওপর পুরুষদের যেমন অধিকার আছে, তেমনি পুরুষদের ওপরও নারীদের অধিকার আছে।" (সূরা বাকারা: ২২৮)। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার কিতাবে এই অধিকারগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন।

১. স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার (হুকুকুয জাওজাহ):

স্ত্রীর অধিকারগুলো প্রধানত দুই প্রকার:

- **আর্থিক অধিকার:** মোহর (Dower) এবং নাফাকাহ (ভরণপোষণ) পাওয়া। এগুলো স্ত্রীর প্রাপ্য ঋণ। স্বামী ধনী হোক বা গরিব, তাকে অবশ্যই সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর খাবার, কাপড় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **আচার-ব্যবহারগত অধিকার:**
    - **সদ্ব্যবহার:** স্বামীর উচিত স্ত্রীর সাথে কোমল ও সুন্দর আচরণ করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"
    - **ধর্মীয় শিক্ষা:** স্ত্রীকে দ্বীনি মাসআলা শেখানো এবং পর্দার ব্যবস্থা করা।

- **সমতা রক্ষা:** একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে ইনসাফ করা।

২. স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার (হুকুকুয জাওজ):

স্বামীর অধিকারগুলো মূলত আনুগত্য ও সম্মান কেন্দ্রিক:

- **আনুগত্য (তা'আহ):** শরীয়তবিরোধী নয় এমন সব কাজে স্বামীর নির্দেশ মান্য করা স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব।
- **গৃহের তত্ত্বাবধান:** স্বামীর ঘর ও সম্পদের হেফাজত করা। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে না দেওয়া।
- **নিজেকে সমর্পণ:** স্বামী যখনই আহ্বান করবে (শরয়ী বাধা না থাকলে), তখনই নিজেকে পেশ করা। বিনা কারণে অস্বীকার করা গুনাহ।
- **স্বামীর সম্মান রক্ষা:** স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতীত্ব রক্ষা করা।

৩. পারস্পরিক বা যৌথ অধিকার (আল-হুকুকুল মুসতারাকাহ):

কিছু অধিকার আছে যা উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য:

- **হালাল উপভোগ:** একে অপরের শরীর হালালভাবে উপভোগ করা এবং প্রশান্তি লাভ করা।
- **উত্তরাধিকার (মিরাস):** একে অপরের মৃত্যুর পর শরীয়ত অনুযায়ী সম্পত্তির অংশ পাওয়া।
- **সন্তানের বংশপরিচয় (নসব):** তাদের মিলনের ফলে যে সন্তান হবে, তার বংশপরিচয় উভয়ের দিকেই যাবে।
- **সততা ও বিশ্বাস:** একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করা।

ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:

'রদ্দুল মুহতার'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকারের চেয়ে 'ইহসান' বা ত্যাগের মানসিকতা বেশি জরুরি। স্বামী যদি নিজের কিছু অধিকার ছেড়ে দেয় এবং স্ত্রীও যদি ছাড় দেয়, তবেই সংসারে শান্তি আসে। আইন দিয়ে সংসার চলে না, সংসার চলে মায়া-মমতা দিয়ে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে রেখেছে। কেউ কারো দাস বা প্রভু নয়, বরং একে অপরের 'পোশাক' ও সহযোগী। এই অধিকারগুলো যথাযথভাবে আদায় করলেই জান্নাতি সুখের সংসার গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন-৩৮: 'নিকাহে মুত'আ' (সাময়িক বিবাহ) এবং 'নিকাহে মুওয়াক্কাত' বলতে কী বোঝায়? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও হানাফি মাযহাব মতে এর বিধান কী?

ما المقصود بنكاح المتعة والنكاح المؤقت؟ وما حكمهما عند أهل السنة والجماعة والمذهب الحنفي؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি বিবাহ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো 'স্থায়িত্ব' (Dawam)। অর্থাৎ, আজীবন একসাথে থাকার নিয়তে যে বিবাহ করা হয়। কিন্তু ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে 'মুত'আ' বা সাময়িক বিবাহের প্রচলন ছিল, যা পরবর্তীতে চিরতরে হারাম করা হয়েছে। বর্তমানে শিয়া সম্প্রদায় ছাড়া সমস্ত মুসলিম উম্মাহ একে হারাম ও ব্যভিচার মনে করে। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) হানাফি ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে এর স্বরূপ ও বিধান বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

সংজ্ঞা (আত-তা'রিফ):

১. নিকাহে মুত'আ (نكاح المتعة): কোনো নারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন—এক দিন, এক সপ্তাহ বা এক মাস) অর্থের বিনিময়ে ভোগ করার চুক্তি করা। এখানে 'বিবাহ' বা 'নিকাহ' শব্দটি ব্যবহার না করে 'মুত'আ' (উপভোগ) শব্দ ব্যবহার করা হয়। সাক্ষী থাকা বা না থাকা এখানে মুখ্য নয়।

২. নিকাহে মুওয়াক্কাত (النكاح المؤقت): সাক্ষীদের উপস্থিতিতে 'নিকাহ' বা 'বিবাহ' শব্দ ব্যবহার করেই আকদ করা, কিন্তু সেখানে সময়ের উল্লেখ থাকা। যেমন বলা— "আমি তোমাকে এক মাসের জন্য বিবাহ করলাম।"

শরয়ী বিধান (আল-হুকুমুশ শর'ঈ):

হানাফি মাযহাব এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, উভয় প্রকার বিবাহই 'বাতিল' এবং হারাম। এটি জিনা বা ব্যভিচারের নামান্তর।

- **নিকাহে মুত'আ:** এটি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) খায়বারের যুদ্ধের সময় এবং মক্কা বিজয়ের সময় সাময়িক অনুমতি দিলেও পরবর্তীতে বিদায় হজ্জের সময় বা তার আগেই কেয়ামত পর্যন্ত চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)

অর্থ: "হে লোকসকল! আমি তোমাদের মুত'আ করার অনুমতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করেছেন।" (মুসলিম)

- **নিকাহে মুওয়াক্কাত:** হানাফি মাযহাব মতে, এটিও মুত'আ বিবাহের মতোই বাতিল। কারণ বিবাহের উদ্দেশ্য হলো স্থায়িত্ব এবং বংশবৃদ্ধি। সময়ের শর্ত যুক্ত করলে সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। ইমাম জুরফার (রহ.)-এর মতে, বিবাহ সহীহ হবে কিন্তু সময়ের শর্ত বাতিল হবে। তবে হানাফি মাযহাবের 'মুফতা বিহি' মত হলো—সময়ের উল্লেখ থাকলে বিবাহই হবে না।

পার্থক্য:

মুত'আতে সাধারণত 'নিকাহ' শব্দ ব্যবহার হয় না এবং সাক্ষী লাগে না। আর মুওয়াক্কাত-এ 'নিকাহ' শব্দ ও সাক্ষী থাকে। কিন্তু ফলাফল বা হুকুমের দিক থেকে হানাফি মতে দুটোই বাতিল।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইসলাম নারীকে কোনো পণ্য বা ভাড়ার বস্তু মনে করে না যে, কিছুদিনের জন্য ব্যবহার করে ছেড়ে দেওয়া হবে। বিবাহ হলো একটি পবিত্র ও স্থায়ী বন্ধন। মুত'আ বা সাময়িক বিবাহ নারীর মর্যাদাহানিকর এবং সমাজ ধ্বংসকারী প্রথা, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন-৩৯: 'নিকাহে শিগার' (বিনিময় বিবাহ)-এর সংজ্ঞা কী? হানাফি মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের আলোকে এর বিধান ও পার্থক্য আলোচনা কর।
ما هو تعريف نكاح الشغار؟ ناقش حكمه والفرق فيه بين المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

জাহেলি যুগে আরবে এক প্রকার বিবাহের প্রচলন ছিল যেখানে মোহর ফাঁকি দেওয়ার জন্য দুই অভিভাবক তাদের মেয়ে বা বোনকে একে অপরের সাথে বিনিময় করত। একে 'শিগার' বিবাহ বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই প্রথাকে নিষেধ করেছেন। তবে এই নিষেধের প্রকৃতি এবং বিবাহের বৈধতা নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম মতভেদ রয়েছে। 'রদ্দুল মুহতার'-এ ইমাম ইবনে আবিদীন হানাফি মাযহাবের স্বতন্ত্র অবস্থান তুলে ধরেছেন।

নিকাহে শিগার-এর সংজ্ঞা (তা'রিফু নিকাহিশ শিগার):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'শিগার' (شغار) শব্দটি 'শাগুর' থেকে এসেছে, যার অর্থ শূন্য হওয়া বা খালি হওয়া। যেহেতু এই বিবাহে মেয়েদের মোহর থেকে খালি বা বঞ্চিত রাখা হয়, তাই একে শিগার বলা হয়।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** যখন কোনো ব্যক্তি নিজের মেয়ে বা বোনকে অন্যের সাথে এই শর্তে বিয়ে দেয় যে, অপর ব্যক্তিও তার মেয়ে বা বোনকে প্রথম ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেবে এবং **একে অপরের লজ্জাস্থানই (উপভোগ) হবে মোহর**; অর্থাৎ আলাদা কোনো মোহর দেওয়া হবে না—তখন তাকে নিকাহে শিগার বলে।

শরয়ী বিধান ও মতভেদ:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ)

অর্থ: "ইসলামে কোনো শিগার নেই।" (মুসলিম)

এই হাদিসের ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে বিধান দুই রকম:

১. অন্যান্য মাযহাব (শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী):

তাদের মতে, নিকাহে শিগার সম্পূর্ণ 'বাতিল'। এই বিবাহ শুদ্ধই হবে না। কারণ এখানে মোহর না থাকার শর্ত করা হয়েছে এবং এটি এক ধরণের জুলুম।

২. হানাফি মাযহাবের মত:

ইমাম ইবনে আবিদীন এবং হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, নিকাহে শিগার 'মাকরুহ' (অপছন্দনীয়) হলেও বিবাহটি 'সহীহ' (শুদ্ধ) হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীকে 'মোহরে মিসল' (পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী ন্যায্য মোহর) দেওয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব হবে।

- **হানাফিদের যুক্তি:** হাদিসে 'লা শিগার' দ্বারা নিষেধ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই নিষেধের কারণ হলো মোহর না দেওয়া। হানাফি উসুল অনুযায়ী, বিবাহে মোহর না দেওয়ার শর্ত করলে বিবাহ বাতিল হয় না, বরং শর্তটি বাতিল হয়ে যায় এবং মোহরে মিসল ওয়াজিব হয়।
- সুতরাং, হানাফি মতে, তারা একে অপরের বউ হবে ঠিকই, কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী 'বিনিময়' মোহর হবে না। বরং প্রত্যেক স্বামীকে তার স্ত্রীর বংশীয় মর্যাদা অনুযায়ী আলাদা মোহর (টাকা বা সম্পদ) দিতে হবে। এতে নারীর অধিকার (মোহর) সুরক্ষিত হয় এবং জিনা থেকে বাঁচা যায়।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

হানাফি মাযহাবের এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। তারা বিবাহ বাতিল করে সংসার ভাঙার চেয়ে, বিবাহ টিকিয়ে রেখে নারীর মোহর আদায়ের ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ, শিগার পদ্ধতিতে বিয়ে করা গুনাহ, কিন্তু করে ফেললে বিয়ে হয়ে যাবে এবং পূর্ণ মোহর দিতে হবে।

প্রশ্ন-৪০: বিবাহে শর্তারোপ (আশ-শুরুত ফিল আকদ) বলতে কী বোঝায়? সহীহ ও ফাসিদ শর্তের উদাহরণসহ হানাফি ফিকহের বিধান বিশ্লেষণ কর।
(ما المقصود بالشروط في العقد؟ حلل أحكام الشروط الصحيحة والفاسدة في الفقه الحنفي مع الأمثلة)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বিবাহের আকদ বা চুক্তির সময় অনেক সময় পাত্র বা পাত্রী পক্ষ থেকে কিছু শর্ত (Condition) জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন— "আমাকে শহরের বাইরে নেওয়া যাবে না" বা "দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না"। এই শর্তগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটা গ্রহণযোগ্য? হানাফি ফিকহে শর্তের ভিত্তিতে বিবাহের ওপর কী প্রভাব পড়ে, তা জানা অত্যন্ত জরুরি। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার কিতাবে শর্তগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

শর্তের প্রকারভেদ ও বিধান:

১. সহীহ শর্ত (الشروط الصحيحة):

যেসব শর্ত বিবাহের মূল উদ্দেশ্যের (মুকতাজায়ে আকদ) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা শরীয়ত ও প্রথা দ্বারা সমর্থিত।

- **উদাহরণ:** মোহরের পরিমাণ বাড়ানো, ভরণপোষণের মান নিশ্চিত করা।
- **বিধান:** এই শর্তগুলো পূর্ণ করা স্বামীর ওপর নৈতিক দায়িত্ব, তবে আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। শর্ত ভঙ্গ করলেও বিবাহ ঠিক থাকে।

২. ফাসিদ বা বাতিল শর্ত (الشروط الفاسدة):

যেসব শর্ত বিবাহের মূল উদ্দেশ্যের বিরোধী অথবা যাতে কারো কোনো লাভ নেই বা যা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে।

- **উদাহরণ:** স্ত্রী শর্ত দিল যে "আমাকে কোনো মোহর দেওয়া যাবে না" অথবা স্বামী শর্ত দিল যে "আমি তোমাকে ভরণপোষণ দেব না"। অথবা শর্ত দিল যে "তোমার সতীনকে তালাক দিতে হবে"।
- **হানাফি বিধান:** হানাফি মাযহাবের একটি বিশেষ উসুল হলো— **"বিবাহের শর্তগুলো বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু বিবাহ সহীহ থাকে।"** (النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة).
    - অর্থাৎ, কেউ যদি বলে "আমি তোমাকে বিয়ে করলাম এই শর্তে যে মোহর দেব না"—তবে বিবাহ হয়ে যাবে, কিন্তু 'মোহর দেব না' শর্তটি বাতিল হবে এবং তাকে মোহরে মিসল দিতে হবে। এটি হানাফি ফিকহের সৌন্দর্য। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফাসিদ

শর্তে চুক্তি বাতিল হয়, কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হয় না।

৩. **কিছু প্রচলিত শর্তের হুকুম:**

- **দ্বিতীয় বিবাহ না করার শর্ত:** যদি স্ত্রী শর্ত দেয় যে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না, তবে হানাফি মতে এই শর্তটি **ফাসিদ** (অকার্যকর)। স্বামী চাইলে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে, তবে ওয়াদা ভঙ্গের গুনাহ হতে পারে।
- **তালাকের অধিকার (তাফভিজে তালাক):** যদি আকদের সময় স্ত্রী শর্ত দেয় যে, "আমার তালাক নেওয়ার অধিকার থাকতে হবে" এবং স্বামী তাতে রাজি হয়, তবে এই শর্তটি **সহীহ**। একে 'তাফভিজে তালাক' বলে। এর মাধ্যমে স্ত্রী প্রয়োজনে নিজেকে তালাক দিতে পারে।

ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:

ইমাম শামী উল্লেখ করেন, বিবাহের আকদ হলো ইবাদতের মতো। এতে অবৈধ শর্ত যুক্ত করলেও মূল আকদ নষ্ট হয় না। তবে শর্তটি যদি এমন হয় যা নারীর অধিকার হরণ করে, তবে শরিয়ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নারীর অধিকার ফিরিয়ে দেয়।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

বিবাহের সময় শর্তারোপ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, অবৈধ শর্ত দিলেও বিবাহ হয়ে যায় এবং শরিয়ত নির্ধারিত হকগুলো (মোহর, নাফাকাহ) বহাল থাকে। এটি নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করে, যাতে কোনো স্বামী শর্তের দোহাই দিয়ে স্ত্রীর হক মারতে না পারে।